দশমোদয় গণনার জন্য লঙ্কার দ্বাদশরাশির লগ্নমানানুসারে অংশ হইতে পল, বিপল ; কলা হইতে বিপল, অনুপল এবং পল, বিপলাদি দ্বারা অংশাদি জ্ঞান।

ক

মেষ, কন্যা, তুলা, মীন।			বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ।			মিথুন, কর্কট, ধনু, মকর।		
অংশ কলা	পল বিপল	বিপল অনুপল	অংশ কলা	পল বিপল	বিপল অনুপল	অংশ কলা	পল বিপল	বিপল অনুপল
১	৯	১৬	১	৯	৫৮	১	১০	৪৬
২	১৮	৩২	২	১৯	৫৬	২	২১	৩২
৩	২৭	৪৮	৩	২৯	৫৪	৩	৩২	১৮
৪	৩৭	৪	৪	৩৯	৫২	৪	৪৩	৪
৫	৪৬	২০	৫	৪৯	৫০	৫	৫৩	৫০
৬	৫৫	৩৬	৬	৫৯	৪৮	৬	৬৪	৩৬
৭	৬৪	৫২	৭	৬৯	৪৬	৭	৭৫	২২
৮	৭৪	৮	৮	৭৯	৪৪	৮	৮৬	৮
৯	৮৩	২৪	৯	৮৯	৪২	৯	৯৬	৫৪
১০	৯২	৪০	১০	৯৯	৪০	১০	১০৭	৪০
১১	১০১	৫৬	১১	১০৯	৩৮	১১	১১৮	২৬
১২	১১১	১২	১২	১১৯	৩৬	১২	১২৯	১২
১৩	১২০	২৮	১৩	১২৯	৩৪	১৩	১৩৯	৫৮
১৪	১২৯	৪৪	১৪	১৩৯	৩২	১৪	১৫০	৪৪
১৫	১৩৯	০	১৫	১৪৯	৩০	১৫	১৬১	৩০
১৬	১৪৮	১৬	১৬	১৫৯	২৮	১৬	১৭২	১৬
১৭	১৫৭	৩২	১৭	১৬৯	২৬	১৭	১৮৩	২
১৮	১৬৬	৪৮	১৮	১৭৯	২৪	১৮	১৯৩	৪৮
১৯	১৭৬	৪	১৯	১৮৯	২২	১৯	২০৪	৩৪
২০	১৮৫	২০	২০	১৯৯	২০	২০	২১৫	২০
২১	১৯৪	৩৬	২১	২০৯	১৮	২১	২২৬	৬
২২	২০৩	৫২	২২	২১৯	১৬	২২	২৩৬	৫২
২৩	২১৩	৮	২৩	২২৯	১৪	২৩	২৪৭	৩৮
২৪	২২২	২৪	২৪	২৩৯	১২	২৪	২৫৮	২৪
২৫	২৩১	৪০	২৫	২৪৯	১০	২৫	২৬৯	১০
২৬	২৪০	৫৬	২৬	২৫৯	৮	২৬	২৭৯	৫৬
২৭	২৫০	৫২	২৭	২৬৯	৬	২৭	২৯০	৪২
২৮	২৫৯	২৮	২৮	২৭৯	৪	২৮	৩০১	২৮
২৯	২৬৮	৪৪	২৯	২৮৯	২	২৯	৩১২	১৪
৩০	২৭৮	০	৩০	২৯৯	০	৩০	৩২৩	০

লঙ্কার লগ্নমানের কলা বিকলাদি হইতে বিপলাদি জ্ঞান।

খ

	মেষ, কন্যা, তুলা, মীন				মেষ, কন্যা, তুলা, মীন		
কলা বি,ক.	পল	পল বিপল	বিপল অনুপল	কলা বি,ক,	পল	পল বিপল	বিপল অনুপল
১	০	৯	১৬	৩১	৪	৪৭	১৬
২	০	১৮	৩২	৩২	৪	৫৬	৩২
৩	০	২৭	৬৮	৩৩	৫	৫	৪৮
৪	০	৩৭	৪	৩৪	৫	১৫	৪
৫	০	৪৬	২০	৩৫	৫	২৪	২০
৬	০	৫৫	৩৬	৩৬	৫	৩৩	৩৬
৭	১	৪	৫২	৩৭	৫	৪২	৫২
৮	১	১৪	৮	৩৮	৫	৫২	৮
৯	১	২৩	২৪	৩৯	৬	১	২৪
১০	১	৩২	৪০	৪০	৬	১০	৪০
১১	১	৪১	৫৬	৪১	৬	১৯	৫৬
১২	১	৫১	১২	৪২	৬	২৯	১২
১৩	২	০	২৮	৪৩	৬	৩৮	২৮
১৪	২	৯	৪৪	৪৪	৬	৪৭	৪৪
১৫	২	১৯	০	৪৫	৬	৫৭	০
১৬	২	২৮	১৬	৪৬	৭	৬	১৬
১৭	২	৩৭	৩২	৪৭	৭	১৫	৩২
১৮	২	৪৬	৪৮	৪৮	৭	২৪	৪৮
১৯	২	৫৬	৪	৪৯	৭	৩৪	৪
২০	৩	৫	২০	৫০	৭	৪৩	২০
২১	৩	১৪	৩৬	৫১	৭	৫২	৩৬
২২	৩	২৩	৫২	৫২	৮	১	৫২
২৩	৩	৩৩	৮	৫৩	৮	১১	৮
২৪	৩	৪২	২৪	৫৪	৮	২০	২৪
২৫	৩	৫১	৪০	৫৫	৮	২৯	৪০
২৬	৪	০	৫৬	৫৬	৮	৩৮	৫৬
২৭	৪	১০	১২	৫৭	৮	৪৮	১২
২৮	৪	১৯	২৮	৫৮	৮	৫৭	২৮
২৯	৪	২৮	৪৪	৫৯	৯	৬	৪৪
৩০	৪	৩৮	০	৬০	৯	১৬	০

লঙ্কার লগ্নমানের কলা বিকলাদি হইতে বিপলাদি জ্ঞান।

খ

	বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ				বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ		
কলা বি,ক,	পল	পল বিপল	বিপল অনুপল	কলা বি,ক,	পল	পল বিপল	বিপল অনুপল
১	০	৯	৫৮	৩১	৫	৮	৫৮
২	০	১৯	৫৬	৩২	৫	১৮	৫৬
৩	০	২৯	৫৪	৩৩	৫	২৮	৫৪
৪	০	৩৯	৫২	৩৪	৫	৩৮	৫২
৫	০	৪৯	৫০	৩৫	৫	৪৮	৫০
৬	০	৫৯	৪৮	৩৬	৫	৫৮	৪৮
৭	১	৯	৪৬	৩৭	৬	৮	৪৬
৮	১	১৯	৪৪	৩৮	৬	১৮	৪৪
৯	১	২৯	৪২	৩৯	৬	২৮	৪২
১০	১	৩৯	৪০	৪০	৬	৩৮	৪০
১১	১	৪৯	৩৮	৪১	৬	৪৮	৩৮
১২	২	৫৯	৩৬	৪২	৬	৫৮	৩৬
১৩	২	৯	৩৪	৪৩	৭	৮	৩৪
১৪	২	১৯	৩২	৪৪	৭	১৮	৩২
১৫	২	২৯	৩০	৪৫	৭	২৮	৩০
১৬	২	৩৯	২৮	৪৬	৭	৩৮	২৮
১৭	২	৪৯	২৬	৪৭	৭	৪৮	২৬
১৮	২	৫৯	২৪	৪৮	৭	৫৮	২৪
১৯	৩	৯	২২	৪৯	৮	৮	২২
২০	৩	১৯	২০	৫০	৮	১৮	২০
২১	৩	২৯	১৮	৫১	৮	২৮	১৮
২২	৩	৩৯	১৬	৫২	৮	৩৮	১৬
২৩	৩	৪৯	১৪	৫৩	৮	৪৮	১৪
২৪	৩	৫৯	১২	৫৪	৮	৫৮	১২
২৫	৪	৯	১০	৫৫	৯	৮	১০
২৬	৪	১৯	১	৫৬	৯	১৮	৮
২৭	৪	২৯	৬	৫৭	৯	২৮	৬
২৮	৪	৩৯	৪	৫৮	৯	৩৮	৪
২৯	৪	৪৯	২	৫৯	৯	৪৮	২
৩০	৪	৫৯	০	৬০	৯	৫৮	০

লঙ্কার লগ্নমানের কলা বিকলাদি হইতে বিপলাদি জ্ঞান।

খ

	মিথুন, কর্কট, ধনু, মকর				মিথুন, কর্কট, ধনু, মকর		
কলা বি,ক,	পল	পল বিপল	বিপল অনুপল	কলা বি,ক,	পল	পল বিপল	বিপল অনুপল
১	০	১০	৪৬	৩১	৫	৩৩	৪৬
২	০	২১	৩২	৩২	৫	৪৪	৩২
৩	০	৩২	১৮	৩৩	৫	৫৫	৫৮
৪	০	৪৩	৪	৩৪	৬	৬	৩৪
৫	০	৫৩	৫০	৩৫	৬	১৬	৫০
৬	১	৪	৩৬	৩৬	৬	২৭	৩৬
৭	১	১৫	২২	৩৭	৬	৩৮	২২
৮	১	২৬	৮	৩৮	৬	৪৯	৮
৯	১	৩৬	৫৪	৩৯	৬	৫৯	৫৪
১০	১	৪৭	৪০	৪০	৭	১০	৪০
১১	১	৫৮	২৬	৪১	৭	২১	২৬
১২	২	৯	১২	৪২	৭	৩২	১২
১৩	২	১৯	৫৮	৪৩	৭	৪২	৫৮
১৪	২	৩০	৪৪	৪৪	৭	৫৩	৪৪
১৫	২	৪১	৩০	৪৫	৮	৪	৩০
১৬	২	৫২	১৬	৪৬	৮	১৫	১৬
১৭	৩	৩	২	৪৭	৮	২৬	২
১৮	৩	১৩	৪৮	৪৮	৮	৩৬	৪৮
১৯	৩	২৪	৩৪	৪৯	৮	৩৭	৩৪
২০	৩	৩৫	২০	৫০	৮	৫৮	২০
২১	৩	৪৬	৬	৫১	৯	৯	৬
২২	৩	৫৬	৫২	৫২	৯	১৯	৫২
২৩	৪	৭	৩৮	৫৩	৯	৩০	৩৮
২৪	৪	১৮	২৪	৫৪	৯	৪১	২৪
২৫	৪	২৯	১০	৫৫	৯	৫২	১০
২৬	৪	৩৯	৫৬	৫৬	১০	২	৫৬
২৭	৪	৫০	৪২	৫৭	১০	১৩	৪২
২৮	৫	১	২৮	৫৮	১০	২৪	২৮
২৯	৫	১২	১৪	৫৯	১০	৩৫	১৪
৩০	৫	২৩	০	৬০	১০	৪৬	০

মেষ, কন্যা, তুলা ও মীন।

লঙ্কার লগ্নমান পল হইতে কলাদি।

পল,	কলা, বি, ক, অ, ক, প্র, ক,অ, প্র,ক,
১	৬। ২৮। ২৯। ২১। ৯
২	১২। ৫৬। ৫৮। ৪২। ১৮
৩	১৯। ২৫। ২৮। ৩। ২৭
৪	২৫। ৫৩। ৫৭। ২৪। ৩৪
৫	৩২। ২২। ২৬। ৪৫। ৪৫
৬	৩৮। ৫০। ৫৬। ৬। ৫৪
৭	৪৫। ১৯। ২৫। ২৮। ৩
৮	৫১। ৪৭। ৫৪। ৪৯। ১৩
৯	৫৮। ১৬। ২৪। ১০। ২২
১০	৬৪। ৪৪। ৫৩। ৩১। ৩১

বৃষ, সিংহ বৃশ্চিক ও কুম্ভ।

লঙ্কার লগ্নমান পল হইতে কলাদি।

পল,	কলা, বি, ক, অ, ক, প্র, ক, অ,প্র,ক,
১	৬। ১। ১২। ১৪। ২৭
২	১২। ২। ২৪। ২৮। ৫৪
৩	১৮। ৩। ৩৬। ৪৩। ২১
৪	২৪। ৪। ৪৮। ৫৭। ৪৮
৫	৩০। ৬। ১। ১২। ১৪
৬	৩৬। ৭। ১৩। ২৬। ৪১
৭	৪২। ৮। ২৫। ৪১। ৮
৮	৪৮। ৯। ৩৭। ৫৫। ৩৫
৯	৫৪। ১০। ৫০। ১০। ২
১০	৬০। ১২। ২। ২৪। ২৮

মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর।

লঙ্কার লগ্নমান পল হইতে কলাদি।

পল	ক,	বি, ক,	অ, ক,	প্র. ক,	অ, প্র, ক
১	৫।	৩৪।	২১।	৫৫।	১০
২	১১।	৮।	৪৩।	৫০।	২০
৩	১৬।	৪৩।	৫০।	২০।	২৬
৪	২২।	১৭।	২৭।	৪০।	৪১
৫	২৭।	৫১।	৪৯।	৩৫।	৫১
৬	৩৩।	২৬।	১১।	৪১।	১
৭	৩৯।	০।	৩৩।	৩৬।	১২
৮	৪৪।	৩৪।	৫৫।	৩১।	২২
৯	৫০।	৯।	১৭।	২৬।	৩২
১০	৫৫।	৪৩।	৩৯।	২১।	৪২

ক চিহ্নিত টেবিলের প্রথম কলমে ১ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত অংশ ও কলা, ২য় কলমে মেষ, কন্যা, তুলা ও মীনের লঙ্কার লগ্নমান পলের ত্রিংশাংশ, তৃতীয় কলমে ১ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত অংশ ও কলা চতুর্থ কলমে বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশির লঙ্কার লগ্নমান পলের ত্রিংশাংশ, পঞ্চম কলমে ১ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত অংশ ও কলা এবং ষষ্ঠ কলমে মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর রাশির লঙ্কার লগ্নমানের ত্রিংশাংশ অঙ্কিত হইয়াছে।

খ চিহ্নিত টেবিলের প্রথম কলমে ১ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত কলা বিকলাদি, দ্বিতীয় কলমে মেষ, কন্যা তুলা মীন রাশির লঙ্কার লগ্নমান পলানুসারে কলা বিকলাদি হইতে বিপল ও অনুপলাদি। তৃতীয় কলমে ৩১ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত কলা বিকলাদি অঙ্ক এবং চতুর্থ কলমে পূর্ব্বোক্ত রাশি সকলের লঙ্কার লগ্নমান পলানুসারে কলা বিকলাদি হইতে বিপল অনুপলাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রমণীমোহন চক্রের বিবরণ।

রমণীমোহন চক্রের ১ম কলমে ১ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত অংশ, দ্বিতীয় কলমে অংশানুসারে মেষের অস্মদ্দেশীয় লগ্নমানপল, তৃতীয় হইতে দ্বাদশ কলম পর্য্যন্ত ৩৬০ অংশানুসারে বৃষ হইতে মীন পর্য্যন্ত দ্বাদশ রাশির অস্মদ্দেশীয় লগ্নমানপল অঙ্কিত হইয়াছে। রবিমার্গে যে কোন রাশির যে অংশে যত পল বিপলাদি হইবে, এই চক্র দ্বারা তাহা সহজে জানা যাইবে। যথা—২৪৩ পলে কোন্ রাশির কত অংশ হইবে, তাহা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, কোন্ রাশিতে অর্থাৎ কোন্ স্তম্ভে ঐ অঙ্ক দৃষ্ট হয়। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, বৃষরাশির স্তম্ভে ঐ অঙ্ক সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা রাশি অবগত হওয়া গেল। অনন্তর অংশ জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, ঐ ২৪৩ পল ঐ কলমের বামদিকে প্রথম কলমের কোন্ অংশের সহিত এক রেখায় দৃষ্ট হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ঐ অঙ্ক প্রথম কলমের ২ অংশের সহিত এক রেখায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। অতএব ইহা দ্বারা জানা গেল যে, ২৪৩ পল বৃষরাশির ২ অংশ। এইরূপ পলাঙ্কদ্বারা রাশি ও তাহার অংশ কলাদি জানা যাইবে।

আনন্দমোহন চক্রের বিবরণ।

আনন্দমোহন চক্রে অর্থাৎ দশমলগ্নের টেবিলেও ঐরূপে গণনা দ্বারা লগ্নমানপলাঙ্কে কোন্ রাশির কোন্ অংশ হইবে, তাহা জানিতে পারিবেন।

যেরূপ পলাঙ্কে অংশ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তদ্রূপ অংশেও পলাঙ্ক জানা যাইবে।

সূক্ষ্মগণনার্থ পলকে বিকলাদি করিবার জন্য আরও দুইটী চক্র অঙ্কিত করা হইল। ঐ চক্রের ১ম কলমে ১ হইতে ১০ পল এবং ২য় কলমে ঐ সংখ্যানুসারে যত বিকলাদি হইতে পারে, তাহা সন্নিবেশিত করা হইল।

সহজে লগ্নস্ফুট।

লগ্নস্ফুট গণনা করিতে হইলে প্রথমত সায়ন রবিস্ফুট অর্থাৎ জন্ম কিম্বা প্রশ্নকালে রবি দৃশ্যমান বাৎসরিক গতিতে সায়ন মেষরাশির আরম্ভ হইতে অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত

রবিমার্গে কোন্ রাশির কোন্ অংশাদিতে অবস্থিত আছে, মৎপ্রকাশিত পুনঃসঙ্কলিত ফলিত-জ্যোতিষের প্রথম খণ্ডের লিখিত স্ফুটগণনার নিয়মানুসারে অথবা মৎপ্রকাশিত গ্রহস্ফুট পঞ্জিকা দৃষ্টে তাহা নিরূপণ করিয়া রবিস্ফুটের সেই রাশি ও অংশাদির সংখ্যা এক স্থানে সংস্থাপিত করিবে। তৎপরে মৎকৃত রমণীমোহনচক্র দৃষ্টে ঐ রবিস্ফুটের রাশি-সংখ্যাতে কোন্ রাশির কত পলাঙ্ক হয়, তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় স্থানে স্থাপিত করিতে হইবে। অনন্তর ঐ রবিস্ফুটের অবশিষ্ট অংশ কলাদিতে কত পল বিপলাদি হইবে মৎকৃত কলাবিকলাদি হইতে পলবিপল করার চক্র দৃষ্টে তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক ঐ দ্বিতীয় স্থানেস্থাপিত পলাঙ্কের সহিত যোগ দিলে যে যোগজাঙ্ক হইবে, তাহাকে ইষ্টদণ্ড অর্থাৎ জন্মকালীন দণ্ডে যত পল হইবে, তাহার সহিত যোগ দিবে। যদি যোগজাঙ্ক ৩৬০০ পলের অধিক হয়, তাহা হইলে উহা হইতে ৩৬০০ পল বিয়োগ করত অবশিষ্টাঙ্ক তৃতীয় স্থানে স্থাপন করিবে। পরে দেখিতে হইবে যে, ঐ পলাঙ্ক রমণীমোহন চক্রের কোন্ রাশির স্তম্ভের অঙ্কের সহিত প্রায় সমান হয়। যে স্থানের অঙ্কের সহিত প্রায় সমান দৃষ্ট হইবে, সেই স্তম্ভের উপরিভাগে যে রাশি অঙ্কিত আছে, সেই রাশিই লগ্ন এবং ঐ পলাঙ্কসংখ্যার বামে ঐ চক্রের প্রথম কলমে সরল রেখা কল্পনা করিলে যে অংশের সহিত মিলিত দেখা যাইবে, সেই মিলত স্থানে যে অঙ্ক দৃষ্ট হইবে, সেই অঙ্কসংখ্যাই অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। অনন্তর যে পলাঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে যত কলা বিকলাদি হইতে পারে, মৎকৃত পল হইতে কলা বিকলাদি করিবার চক্র দৃষ্টে তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক তাহা ঐ রাশি ও অংশসংখ্যার দক্ষিণে স্থাপিত করিবে; তাহা হইলেই সায়নমতে লগ্নস্ফুট স্থির হইবে। ঐ সায়ন লগ্নস্ফুট হইতে অয়নাংশ বিয়োগ করিলেই নিরয়ণমতে লগ্নস্ফুট হইবে।

দৃষ্টান্ত।

১৮০৯ শক ১লা বৈশাখ বেলা দুই প্রহরের সময় অর্থাৎ ১৫ দণ্ড ৩৫ পল সময়ে কোন বালকের জন্ম হইলে সহজে তাহার লগ্নস্ফুট নিরূপণ করিতে হইলে, প্রথমত তাৎকালিক সায়ন রবিস্ফুট ০।২১।৪৪।৫৮।২১।৩৪ রাশ্যাদিকে এক স্থানে সংস্থাপিত করা গেল। পরে ইহার রাশি মেষের ২১ অংশ, ৪৪ কলাদিতে কত পল হইবে, তাহা জানিতে হইবে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রমণীমোহন চক্রের প্রথম স্তম্ভের যে স্থানে ২১ অংশ অঙ্কিত আছে, তাহার দক্ষিণে মেষের স্তম্ভে যে ১৫৮ পল, ১২ বিপল লিখিত আছে, তাহাকে একস্থানে সংস্থাপিত করা গেল। পরে মৎকৃত কলা বিকলাদি হইতে পল বিপলাদি করার চক্র দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, ৪৪ কলাতে ৫ পল, ৩১ বিপল, ২৮ অনুপল; ৫৮ বিকলাতে ৭ বিপল, ১৬ অনুপল, ৫৬ প্রত্যনুপল; ২১ অনুকলাতে ২ অনুপল, ৩৮ প্রত্যনুপল, ১২ অতিপ্রত্যনু-

পল এবং ৩৪ প্রত্যম্বুকলাতে ৪ অতি প্রত্যম্বুপল, ১৬ অত্যতি প্রত্যম্বুপল ও ৮ মহাপ্রত্যম্বুপল হয়। এই সমস্ত অঙ্ককে পূর্ব্বোক্ত ১৫৮ পল ১২ বিপলের সহিত যোগ করিয়া যোগজাঙ্ক ১৬৩।৫০।৪৭ পলাদি হইল। অনন্তর ইষ্টদণ্ড ১৫।৩৫ কে পল করিলে যে ৯৩৫ হয়, তাহাকে পূর্ব্বোক্ত ১৬৩৫০।৪৭ পলাদির সহিত যোগ করিলে ১০৯৮ পল, ৫০ বিপল, ৪৭ অম্বুপল হয়। এইক্ষণ দেখিতে হইবে যে, এই অঙ্ক রমণীমোহন চক্রের কোন্ রাশির স্তম্ভের অঙ্কের সহিত প্রায় সমান হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কর্কটরাশির স্তম্ভের ১০৯৬ পলসংখ্যা ঐ অঙ্কের সহিত প্রায় সমান, অর্থাৎ ঐ অঙ্ক ১০৯৬ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক; অতএব ঐ ১০৯৬ পল যে কর্কট রাশির ২৭ অংশ এবং অবশিষ্ট ২ পলে যে ১০ কলা হয়, ইহাই সায়ন লগ্নস্ফুট হইল। ইহা হইতে অয়নাংশ ২০।৪৯।১৬।৩০ বিয়োগ করিয়া যে ৬ অংশ ২০ কলা হইল, ইহাই ঐ সময়ের নিরয়ণ লগ্নস্ফুট।

এইরূপেই দশমোদয় লগ্ন নিরূপণ করিতে হয়, কেবল প্রভেদ এই যে, পশ্চান্নত হইলে যে স্থানে ইষ্টদণ্ডকে পল করিয়া যোগ করিতে হইবে, তথায় পশ্চান্নত দণ্ডকে পল করিয়া যোগ করিবে আর প্রাঙ্নত হইলে রবিস্ফুটে ৬ রাশি যোগ করিবে এবং যে স্থানে ইষ্টদণ্ডকে পল করিয়া যোগ করিতে হয়, তথায় উন্নত দণ্ডকে পল করিয়া যোগ করিবে। অতএব আনন্দমোহন চক্রদৃষ্টে রবিস্ফুটকে পল করিয়া ঐ পলের সহিত উন্নতদণ্ডে যত পল হয় তাহা যোগ করিবে। যোগজাঙ্ক পল আনন্দমোহন চক্রের যে রাশির স্তম্ভের পলাঙ্কের সহিত প্রায় সমান হইবে, সেই স্তম্ভের রাশিই লগ্ন এবং ঐ চক্রের প্রথম কলমে সরলরেখা কল্পনা করিলে যে অংশের সহিত মিলিত দেখা যাইবে, সেই মিলিত স্থানে যে অঙ্ক দৃষ্ট হইবে, সেই অঙ্কসংখ্যাই অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। অনন্তর যে পলাঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে যত কলা বিকলাদি হইতে পারে, মৎকৃত লঙ্কোদয় লগ্নমানের পল হইতে কলাবিকলাদি করিবার চক্রদৃষ্টে তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক তাহা ঐ রাশি ও অংশসংখ্যার দক্ষিণে স্থাপিত করিবে, তাহা হইলেই সায়নমতে দশম লগ্নস্ফুট স্থির হইবে। ঐ সায়ন দশম লগ্নস্ফুট হইতে অয়নাংশ বিয়োগ করিলেই নিরয়ণমতে দশম লগ্নস্ফুট স্থির হইবে।

আনন্দমোহন চক্র দ্বারা যেরূপে দশমোদয় গণনা করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথক্‌রূপে গণিত করিয়া এস্থলে আর প্রদর্শিত হইল না। কারণ যেরূপে রমণীমোহন চক্র দৃষ্টে লগ্নস্ফুট গণনা করা হইয়াছে, ইহাও সেই প্রণালীমতে গণনা করিতে হইবে, কেবল রমণীমোহন চক্রস্থলে আনন্দমোহন চক্র ব্যবহার করিতে হইবে এবং লঙ্কোদয় লগ্নমানের টেবিল দৃষ্টে পল হইতে কলা বিকলাদি এবং কলা বিকলাদি হইতে পলবিপলাদি গ্রহণ করিবে, এইমাত্র প্রভেদ।

লগ্নসারণী।

বিনা পরিশ্রমে লগ্ন নির্ণয় করিবার জন্য লগ্নসারণী নামে একটী চক্র অঙ্কিত হইল। ইহা দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে জন্ম কিম্বা প্রশ্নকালের উদিত লগ্নের অংশ জানা যাইবে। এই লগ্নসারণী দণ্ডপলাদি ঘটিত। ইহার প্রথম স্তম্ভে ১ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত অংশ, দ্বিতীয় স্তম্ভে বৈশাখ মাস এবং মেষরাশি ও রবিভুক্তির অঙ্ক; তৃতীয় স্তম্ভে জ্যৈষ্ঠ মাস, বৃষরাশি এবং রবিভুক্তি; ঐরূপ চতুর্থ হইতে ১৩ শ পর্য্যন্ত স্তম্ভে আষাঢ় হইতে চৈত্র মাস, তন্নিম্নে মিথুন হইতে মীন পর্য্যন্ত রাশি এবং তন্নিম্নে যথাযথ রবিভুক্তির অঙ্ক বিন্যস্ত হইয়াছে। রবি দৃশ্যমান বাৎসরিক গতিতে একবৎসরে ৩৬০ অংশ গমন করিয়া থাকেন এবং দৈনিক দৃশ্যমান গতিতে ৬০ দণ্ডের মধ্যে একবার ভ্রমণ করেন। এই নিয়মেই সারণীচক্র প্রস্তুত হইয়াছে। রবিস্ফুট দ্বারা ভুক্তি এবং ইষ্টদণ্ডপলাদি দ্বারা ভোগ্য বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত চক্রে অংশাদি নিরূপণ করিবে। যেরূপে সারণীচক্র দ্বারা লগ্ন নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে।

যে মাসের যে তারিখে যত দণ্ডাদির সময় জন্ম কিম্বা প্রশ্ন হইবে, সেই অঙ্ক এই সারণীচক্রের সেই মাসের সেই তারিখের রবির স্ফুটের অংশসংখ্যার দণ্ডাদির সহিত যোগ করিলে যত দণ্ড পল হইবে, সেই অঙ্ক এই চক্রের মধ্যে যে রাশির যে স্তম্ভের অঙ্কের সহিত প্রায় ঐক্য হইবে, সেই অঙ্ক অংশস্তম্ভের যে অঙ্কের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে দেখা যাইবে, সেই অঙ্ক পূর্ব্বোক্ত রাশি অর্থাৎ লগ্নের উদিত অংশ ও কলাদি হইবে। যোগজাত ৬০ হইতে অধিক হইলে ৬০ বিয়োগ করিবে।

দৃষ্টান্ত।

১৮০৯ শকের ১৫ই চৈত্র রাত্রি দুই প্রহরের সময় কোন বালকের জন্ম হইলে তৎকালে কোন্ লগ্নের কোন্ অংশ উদিত আছে, লগ্নসারণী টেবিল দৃষ্টে যেরূপে তাহা গণনা করিতে হয়, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ তাহা কথিত হইতেছে।

গ্রহস্ফুট পঞ্জিকা দৃষ্টে এবং গণনা করিয়া দেখা গেল যে, ঐ দিবস রাত্রি দুই প্রহর সময়ে নিরয়ণমতে রবি মীন রাশির ১৫ অংশ ২৬ কলা ৮ বিকলাতে অবস্থিত আছে। লগ্নসারণীর প্রথম কলমের ১৫ অংশ হইতে দক্ষিণদিকে এক পঙ্‌ক্তিতে মীন রাশির স্তম্ভের অঙ্ক মধ্যে ৫৮ দণ্ড, ৬ পল, ৩ বিপলের সহিত মিলিত হওয়ায় ঐ অঙ্ক গ্রহণ করিয়া ঐ ৫৮ দণ্ড, ৬ পল, ৩ বিপলের সহিত জন্ম কালের সময় ৪৫ দণ্ড, ৮ পল, ৩০ বিপল যোগ দিলে যোগজাত ১০৩ দণ্ড, ১৪ পল, ৩৩ বিপল হয়। ঐ অঙ্ক ৬০ দণ্ডের অধিক হওয়ায় ১০৩ দণ্ড, ১৪ পল, ৩৩ বিপল হইতে ৬০ দণ্ড বিয়োগ করিলে ৪৩ দণ্ড,

১৪ পল, ৩৩ বিপল অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ঐ ৪৪ দণ্ড, ১৪ পল, ৩৩ বিপল ধনু রাশির স্তম্ভের ৪৩ দণ্ড, ১৮ পল, ৫৭ বিপলের সহিত প্রায় সমান। ঐ অঙ্ক প্রথম স্তম্ভের ৫ অংশের সহিত মিলিত হওয়ায় ঐ বালকের জন্মসময়ে সিংহ রাশির ৫ অংশ উদিত আছে জানা যাইতেছে; সুতরাং নিরয়ণমতে লগ্নস্ফুট সিংহ রাশির ৫ অংশ স্থির হইল।

দশমোদয় লগ্ন বিবরণ।

দশমোদয়সারণী দৃষ্টে যেরূপ জন্ম কিম্বা প্রশ্নকালে দশম লগ্নের গণনা করা যাইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে। দশম ভাব নির্ণয় করিতে হইলে প্রশ্ন কিম্বা জন্ম কালে, রবি কোন্ রাশির কত অংশে অবস্থিত আছে, তাহা জানিতে হইবে, পরে রবি যে রাশির যত অংশে থাকিবে, সেই রাশির সেই অংশের অঙ্ক গ্রহণ করিয়া এক স্থানে রাখিবে। পরে দেখিতে হইবে যে, প্রশ্ন কিম্বা জন্ম কোন সময় হইয়াছে। তাহা যদি দিবা দুই প্রহরের পর হয়, তবে যত দণ্ডাদি পরে হইবে, তাহা ঐ অঙ্কের সহিত যোগ করিতে হইবে এবং যদি দিবা দুই প্রহরের পূর্ব্বে হয়, তাহা হইলে বিয়োগ করিতে হইবে. যদি ঐ অঙ্ক হইতে বিয়োগ না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাঙ্কে ষাইট যোগ করিয়া বিয়োগ করিতে হইবে। যদি ষাইটের অধিক হয়, তাহা হইলে ষাইট বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশমোদয় সারণীচক্রের যে পঙ্‌ক্তির অঙ্কের সহিত সমান বা প্রায় সমান হইবে, তাহার পঙ্‌ক্তিসংখ্যা যত হইবে, সেই রাশির তত অংশ দশম ভাব হইবে।

দৃষ্টান্ত।

যদি ১২৮৫ সালের ৬ই কার্ত্তিক তারিখে ১৮ দণ্ড ১২ পলের সময় কোন বালকের জন্ম কিম্বা কোন প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ামতে দশমভাব নির্ণয় করিতে হইবে।

ঐ সময় দশমভাব গণনা করিতে হইলে, অগ্রে দেখিতে হইবে যে, প্রশ্ন কিম্বা জন্ম দুই প্রহরের পূর্ব্বে কি পরে হইয়াছে। ১৮ দণ্ড ১২ পল সময়ে জন্ম হওয়াতে দৃষ্ট হইল, যে দিবা দুই প্রহরের পর জন্ম হইয়াছে; অতএব যত দণ্ড পরে হইয়াছে, তাহা এই সারণীচক্রের অঙ্কে যোগ করিতে হইবে। উপরের লিখিত দশমোদয় সারণীচক্রে রবি-স্ফুট তুলা রাশির ৬ অংশের সংখ্যার অঙ্ক ৩০।৫৫।৩৬, ইহা এক স্থানে স্থাপন করিয়া রাখিতে হইবে। পরে ঐ দিবসের দুই প্রহরের পরিমাণ ১৪ দণ্ড ১৪ পল ইহা অপেক্ষা ৩ দণ্ড ৫৮ পল পরে প্রশ্ন কিম্বা জন্ম সময়, অতএব পূর্ব্বস্থাপিতাঙ্ক ৩০।৫৫।৩৬ এর সহিত ৩ দণ্ড ৫৮ পল যোগ করিলে ৩৪।৫৩।৩৬ হয়, এই অঙ্ক দশমোদয় সারণীচক্রের

কোন্ রাশির কোন্ পঙ্‌ক্তির সহিত প্রায় সমান হইয়াছে দেখিতে হইবে। দৃষ্ট হইল, ইহা বৃশ্চিক রাশির দুই পঙ্‌ক্তির অঙ্কের সহিত প্রায় সমান হইয়াছে; অতএব বৃশ্চিক রাশির ২ অংশ দশম ভাব স্থির হইল।

লগ্নসারণী দ্বারা স্থূলরূপে লগ্নস্ফুট গণনা হইয়া থাকে। সূক্ষ্মগণনা যেরূপে করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এইক্ষণ ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ যে যে প্রণালীমতে লগ্নস্ফুট সাধন করিয়া থাকেন, তাহা আমার প্রকাশিত (Extracts from works on astrology) এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

Instructions for erecting a theme of heaven and
Casting the figure of a nativity.

THE theme, or *figure* of the heavens, (Which like a celestial map gives at one view the ascending, descending, and culminating constellations,) may be erected *four* different ways; viz. by a celestial globe, by the zodiacal planisphere, by trigonometrical calculations, or by "*Tables of Houses,*" calculated for the pole or latitude of birth.

How to erect a figure of the heavens for any part of the world
by means of a terrestrial glove.

"1st. Raise the North Pole in north latitude to the degree of the latitude of the place; bring the hour and minute of the right ascension of the meridian to the brass meridian which surrounds the globe vertically—then will the sign and degree of the ecliptic, that is on the cusp of the 10th, be seen, on the meridian and that which is rising be seen on the eastern horizon. 2nd, Reduce the pole to the degree given in the table of poles, add two hours to the right ascension on the meridian, and bring two hours of that right ascension to the eastern horizon, when the longitude on the cusp of the 11th will be found to be cut by the horizon. 3rd, Alter the pole to the degree of the pole of the 12th house; add two hours to the right ascension, and bring the amount to the east horizon, when the longitude to be placed on the 12th house will be found to be cut by the horizon. 4th, Leave the pole at that elevation, add four hours more to the right ascension, and bring the amount to the eastern horizon, when you will find the longitude of the 2nd house cut by the horizon. Lastly, reduce the pole to the elevation as for the 11th house, add two hours more to the right ascension, and bring it to the horizon when the longitude on the cusp of the 3rd will be found to be cut by the horizon."

Raphael.

To erect a Figure of the Heavens by the Rules of Trigonometry for any Latitude.

To the given clock time apply the equation of time, and you will have apparent time, which is to be added to, or subtracted from, the sun's right ascension in time as occasion requires, for the right ascension of the M. C. in time, which convert into degrees and minutea, and, to that, add 30° for the obliqne ascension of the eleventh house, 30° more for the oblique ascension of the twelfth, &c. till you come to the third. Then, to obtain the degree of the ecliptic upon the cusp of the M. C.; to the cosine of the obliquity of the ecliptic, add the cotangent of the R. A. of M. C. from the nearest equinox, and the sum is the cotangent of its longitude from the same equinoctial point. For the other houses you must obtain their polar elevation, and then, to the cosine of the oblique ascension of the house, add the cotangent of the pole of the house, and the sum is the cotangent of the first arc, to which, if the oblique ascension of the house is nearest to Aries, add the obliquity of the ecliptic 23 deg 28′; but if it is nearest to Libra, subtract 23 deg. 28′ from it, and the sum of difference is the second arc. Then say, as the cosine of the second arc is to the cosine of the first, so is the tangent of the oblique ascension of the house to the tangent of its longitude from Aries or Libra, which, if the second angle is less than 90 deg., is to be accounted from the same equinoctial point which the oblique ascension was reckoned from, but, if more than 90 deg., it is to be accounted from the contrary equinoctial point,

Placidus.

Precepts to erect, or calculate, a figure of the heavens by spherical trigonometry.

The Examples are here combined with the Precepts.

To the R. A, of the solar time of birth reckoned from the preceding noon-day, add the R. A. of the sun, calculated to the same time. The sum, if under 360°, is the R. A. of the Meridian; but if the sum exceed 360°, then reject 360° from the sum, and the remaindsr will be the R. A. of the Meridian or tenth house required. Then, by the continued adding of 30 degrees to the R. A. of the tenth, we obtain the oblique ascensions of the eleventh, twelfth, first, second, and third houses. as in the following.

Example. As before stated, at rectfied time of Napoleon's birth, the R. A. of the tenth house was .... 112° 59′

Add 30 0

The sum is the O. A. of the eleventh (under the Pole of 16° 54′) .... 142° 59

Add 30 0

The sum is the O. A. of the twelfth (under the Pole of 31° 3′) .... 172° 59′

Add 30 0

The sum is the O. A. of the first (under the Pole of 41° 40′ .... 202° 59′

Add 30 0

The sum is the O. A. of the second (under the Pole of 31° 3′ .... 232° 59

Add 30 0

The sum is the O. A. of the third (under the Pole of 16° 54′) .... 262° 59′

The degree and minute of the Ecliptic on the tenth is found from its R. A. Now as the R. A. exceeds 90°, and is less than 180°, we use the excess above 90°, as being the R. A from 0° Cancer 0′. In this case the R. A. of the tenth, 112° 59′ less 90° leaves 22° 59′ distance from 0° Cancer 0′. We then say, by Formula No. 2,

As Radius Sine of		90°	10·00000
To Cosine	23°	28′	9·96251
So is Tangent of R. A. a′ Cancer	22	59	9·62750
To Tangent of Longitude a′ Cancer	21	16	9·59001

So we see that 21° 16′ is upon the cusp of the tenth house.

To find the Cusp of Eleventh House, we must

operate by Formula N. 7

We have given in this case the Pole of the eleventh house 16° 54′, and the O. A. 142° 59′, to find the Ecliptic longitude. Here the O. A. exceeds 90° by 52° 59′ ; this 52° 59′ is to be used as the argument of O. A. from 0° Cancer 0′ Then say.

As Radius			10·00000
Is to Sine of O. A. from Cancer	52°	59′	9·90225
So is Co-tangent of Pole of the eleventh	16	54	10·51738

To Co-tangent of the 4th	20	50	10·41963
Here we take the difference the 4th and	23	28	
For the 5th ... ... =	2	38	

Because the O. A. 142° 59′ is more than 90°, and less than 270°.

Then say,

As Cosine of 5th (co-arc)	2°	38′	0·00046
Is to Cosine of 4th	20	50	9·97063
So is Co-tangent of O. A. a′ Cancer	52	58	6·87738
To C -tangent of longitude a′ Cancer	54	48	9·84847
This 54° 48′ a′ 0° Cancer 0′ answers ... Leo	24	48	which is

the cusp of the eleventh house.

To find the Cusp of the Twelfth House.

The O. A. is 172° 59′ = 82° 59′ from 0° Cancer 0′. We use 82° 59′ as the argument of O. A. in finding the longtude from 0° Cancer 0′.

By Formula No. 7, say

As Radins			10·00000
Is to Sine of O. A. from 0° Cancer 0′ ...	82°	59′	9·99674
So is Co-tangent of Pole of the twelfth ...	31	3	10·22037
To Co-tangent of the 4th	31	14	10·21711
Here again we take the difference of the 4th, and of	23	28	
For the 5th	=7	46	

Then say,

As Cosine 4th (co-arc)	7°	46′	0·00400
Is to Cosine 4th	31	14	9·93200
So is Co-tangent of O. A. a′ Cancer	82	59	9·09019
To Co-tangent of longitude a′ Cancer	83	56	9·02619
which gives for the cusp of the twelfth house ...	23°	56′ Virgo	

To find the Cusp of the Ascendant, or First House.

The O. A. of the first, as before found, is 202° 59′. This exceeds 180°, and is less than 270°; we therefore, by Formula No. 7, use the excess above 180°, viz. 22° 59′, forthe argument of O. A. from 0° Libra 0′.

As Radius	...	...			10 00000
Is to Cosine O. A. form Libra	...	...	22°	59′	9·96408
So is Co-tangent of the latitude of birth		...	41	40	10·05065
To the Tangent of a′ 4th	...	...	44	2	10·01473
We again take the difference beween the 4th and		...	23	28.	
For the 5th	...	...	20	34	because the

O. A. 202° 59′ is above 90° and less than 270° ; then by the second analogy of the 7th Formula we say,

As Cosine of the 5th (co-arc)	...	...	20°	34′	0·02860
Is to Cosine of the 4th	..	...	44	2	9·85669
So is Tangent of O. A. from Libra	...	...	22	59	9·62750
To Tangent of Longitude from 0° Libra 0′		...	18	2	9·51279
Therfore the Cusp of the Ascendant is		...	18	2 Libra	

To find the Cusp of the Second House.

The O. A. of the 2d is 232° 59′, or 52° 59′ from 0° Libra 0′, to be used as the argument of O. A. from Libra by the 7th Formula.

As Radius	...	...			10·00000
Is to Cosine O. A. from Libra	...	...	52°	59′	9·77962
So is Co-Tangent of Pole of 2d House		...	31	3	10·22037
To Co-Tangent of a′ 4th	...	...	45	0	10·00000
The difference beween the 4th and	...	...	23	28	
is the 5th	...	...	21	32	

By the second Analogy,

As Cosine of 5th (co-arc)	...	...	21°	32′	0·03142
Is to Cosine of 4th	...	...	45	0	9·84949
So is Tangent O. A. from Libra	...	...	52	59	10·12262
To Tangent of Longitude from 0° Libra		...	45	14	10·00353

This Arc 45° 14′ answers to 15° 14 Scorpis for the Cusp of the 2d House.

To find the Cusp of the Third House.

The O. A. of the Third House is 262° 59′ which is 82° 59′ more than 180°, but less than 270°: we use 82° 59′ as the Argument of O. A. from 0° Libra 0′.

By the 7th Formual say,

As Radius			10·00000
Is to Cosine of O. A. a' Libra	82°	59'	9·08692
So is Co-Tangent of pole of 11th House ...	16	54	10·51738
To Co-Tangent of a 4th	68	6	9·60430
The difference between the 4th and	23	28	
is the 5th...	44	38	

By the second Analogy, say

As Cosine of 5th (co-arc)	44°	38'	0·14775
Is to Cosine of 4th	68	6	9·57169
So is Tangent of O. A. a' Libra -	82	59	10·90981
To Tangent of Longitude from O° Libra O' ...	76°	47	10·62925

This Arc 76° 47' gives 16° 47' Sagittarius for the Cusp of the 3d House.

Having found the Cusps of the six Eastern Houses, whereby the rest of the twelve become known—

সাইডিরিয়াল টাইম।

ইংরাজি মতে দশমাদি লগ্নসারণী দ্বারা লগ্নাদি নিরূপণ করিতে হইলে অগ্রে সাইডিরিয়াল টাইম জানিতে হয়। এজন্য ইংরাজী পঞ্জিকা হইতে প্রতি দিবসের সাইডিরিয়াল টাইম উদ্ধৃত করিয়া তাহার একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল। এই সাইডিরিয়াল টাইম লণ্ডন নগরের গণিত সময় বিধায় ঐ সময় হইতে ৫৮ সেকেণ্ড বিয়োগ করিলেই অস্মদ্দেশের সাইডিরিয়াল টাইম স্থির হইবে। এই সাইডিরিয়াল টাইম চক্রে ১৮০৮ শকের ১০ই চৈত্র হইতে ১৮০৯ শকের ৩০ শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রতিদিনের সাইডিরিয়াল টাইম অঙ্কিত করা গেল। এই চক্রে বর্ত্তমান এক বৎসরের সাইডিরিয়াল টাইম দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা অতিরিক্ত কালেরও গণনা করা যাইতে পারিবে। এই সাইডিরিয়াল টাইমের প্রথম কলমে অর্থাৎ প্রথম স্তম্ভে মাসের এক হইতে ৩০ দিন অঙ্কিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তম্ভ হইতে ত্রয়োদশ স্তম্ভ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে চৈত্র মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে। সেই মাস সহজে জানিবার জন্য প্রতি কলমের মস্তকোপরি মাসের নাম লিখিত হইল। ঐ সকল মাসের নিম্নে প্রতি কলমে সাইডিরিয়াল টাইমের ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ডের অঙ্ক অঙ্কিত হইল। যে মাসের যে তারিখের সাইডিরিয়াল টাইম জানিতে হইবে, তাহা প্রথম কলমে অভীষ্ট মাসের অভীষ্ট তারিখের অঙ্ক হইতে অভীষ্ট মাসের কলমে একটী রেখা কল্পনা করিয়া সরলভাবে

সাইডিরিয়াল টাইম, ১৮০৮ শকের ১০ই চৈত্র

তারিখ	চৈত্র ঘ, মি, সে,	বৈশাখ ঘ, মি, সে,	জ্যৈষ্ঠ ঘ, মি, সে,	আষাঢ় ঘ, মি, সে,	শ্রাবণ ঘ, মি, সে,	ভাদ্র ঘ, মি, সে,
১	... ...	১ ২৫ ২৬	৩ ২৭ ৩৯	৫ ২৯ ৫২	৭ ৩৬ ২	৯ ৪২ ১২
২	... ...	১ ২৯ ২২	৩ ৩১ ৩৫	৫ ৩৩ ৪৯	৭ ৩৯ ৫৮	৯ ৪৬ ৮
৩	... ...	১ ৩৩ ১৯	৩ ৩৫ ৩২	৫ ৩৭ ৪৫	৭ ৪৩ ৫৫	৯ ৫০ ৫
৪	... ...	১ ৩৭ ১৫	৩ ৩৯ ২৮	৫ ৪১ ৪২	৭ ৪৭ ৫১	৯ ৫৪ ১
৫	... ...	১ ৪১ ১২	৩ ৪৩ ২৫	৫ ৪৫ ৩৮	৭ ৫১ ৪৮	৯ ৫৭ ৫৮
৬	... ...	১ ৪৫ ৮	৩ ৪৭ ২২	৫ ৪৯ ৩৫	৭ ৫৫ ৪৫	১০ ১ ৫৪
৭	... ...	১ ৪৯ ৫	৩ ৫১ ১৮	৫ ৫৩ ৩১	৭ ৫৯ ৪১	১০ ৫ ৫১
৮	... ...	১ ৫৩ ১	৩ ৫৫ ১৫	৫ ৫৭ ২৮	৮ ৩ ৩৮	১০ ৯ ৪৭
৯	... ...	১ ৫৬ ৫৮	৩ ৫৯ ১১	৬ ১ ২৪	৮ ৭ ৩৪	১০ ১৩ ৪৪
১০	০ ২ ৩৮	২ ০ ৫৭	৪ ৩ ৮	৬ ৫ ২১	৮ ১১ ৩১	১০ ১৭ ৪১
১১	০ ৬ ৩৫	২ ৪ ৫১	৪ ৭ ৪	৬ ৯ ১৮	৮ ১৫ ২৭	১০ ২১ ৩৭
১২	০ ১০ ৩১	২ ৮ ৪৮	৪ ১১ ১	৬ ১৩ ১৪	৮ ১৯ ২৪	১০ ২৫ ৩৪
১৩	০ ১৪ ২৮	২ ১২ ৪৪	৪ ১৪ ৫৭	৬ ১৭ ১১	৮ ২৩ ২০	১০ ২৯ ৩০
১৪	০ ১৮ ২৪	২ ১৬ ৪১	৪ ১৮ ৫৪	৬ ২১ ৭	৮ ২৭ ১৭	১০ ৩৩ ২৭
১৫	০ ২২ ২১	২ ২০ ৩৭	৪ ২২ ৫১	৬ ২৫ ৪	৮ ৩১ ১৪	১০ ৩৭ ২৩
১৬	০ ২৬ ১৭	২ ২৪ ৩৪	৪ ২৬ ৪৭	৬ ২৯ ০	৮ ৩৫ ১০	১০ ৪১ ২০
১৭	০ ৩০ ১৪	২ ২৮ ৩০	৪ ৩০ ৪৪	৬ ৩২ ৫৭	৮ ৩৯ ৭	১০ ৪৫ ১৬
১৮	০ ৩৪ ১০	২ ৩২ ২৭	৪ ৩৪ ৪০	৬ ৩৬ ৫৩	৮ ৪৩ ৩	১০ ৪৯ ১৩
১৯	০ ৩৮ ৭	২ ৩৬ ২৪	৪ ৩৮ ৩৭	৬ ৪০ ৫০	৮ ৪৭ ০	১০ ৫৩ ১০
২০	০ ৪২ ৩	২ ৪০ ২০	৪ ৪২ ৩৩	৬ ৪৪ ৪৭	৮ ৫০ ৫৬	১০ ৫৭ ৬
২১	০ ৪৬ ০	২ ৪৪ ১৭	৪ ৪৬ ৩০	৬ ৪৮ ৪৩	৮ ৫৪ ৫৩	১১ ১ ৩
২২	০ ৪৯ ৫৭	২ ৪৮ ১৩	৪ ৫০ ২৬	৬ ৫২ ৪০	৮ ৫৮ ৪৯	১১ ৪ ৫৯
২৩	০ ৫৩ ৫৩	২ ৫২ ১০	৪ ৫৪ ২৩	৬ ৫৬ ৩৬	৯ ২ ৪৬	১১ ৮ ৫৬
২৪	০ ৫৭ ৫০	২ ৫৬ ৬	৪ ৫৮ ২০	৭ ০ ৩৩	৯ ৬ ৪৩	১১ ১২ ৫২
২৫	১ ১ ৪৬	৩ ০ ৩	৫ ২ ১৬	৭ ৪ ২৯	৯ ১০ ৩৯	১১ ১৬ ৪৯
২৬	১ ৫ ৪৩	৩ ৩ ৫৯	৫ ৬ ১৩	৭ ৮ ২৬	৯ ১৪ ৩৬	১১ ২০ ৪৫
২৭	১ ৯ ৩৯	৩ ৭ ৫৬	৫ ১০ ৯	৭ ১২ ২৩	৯ ১৮ ৩২	১১ ২৪ ৪২
২৮	১ ১৩ ৩৬	৩ ১১ ৫৩	৫ ১৪ ৬	৭ ১৬ ১৯	৯ ২২ ২৯	১১ ২৮ ৩৮
২৯	১ ১৭ ৩২	৩ ১৫ ৪৯	৫ ১৮ ২	৭ ২০ ১৬	৯ ২৬ ২৫	১১ ৩২ ৩৫
৩০	১ ২১ ২৯	৩ ১৯ ৪৬	৫ ২১ ৫৯	৭ ২৪ ১২	৯ ৩০ ২২	১১ ৩৬ ৩২
৩১	... ...	৩ ২৩ ৪২	৫ ২৫ ৫৫	৭ ২৮ ৯	৯ ৩৪ ১৮	১১ ৪০ ২৮
৩২	... ...	... ...	... ...	৭ ৩২ ৫	৯ ৩৮ ১৫	... ...

হইতে ১৮০৯ শকের ৩০ শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত।

তারিখ	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন
	ঘ, মি, সে,	ঘ, মি, সে,	ঘ, মি, সে,	ঘ. মি, সে,	ঘ, মি, সে,	ঘ, মি, সে,
১	১১ ৪৪ ২৫	১৩ ৪২ ৪১	১৫ ৪০ ৫৮	১৭ ৩৫ ১৮	১৯ ৩৪ ৩২	২১ ২৮ ৫২
২	১১ ৪৮ ২১	১৩ ৪৬ ৩৮	১৫ ৪৪ ৫৪	১৭ ৩৯ ১৫	১৯ ৩৮ ২৯	২১ ৩২ ৪৯
৩	১১ ৫২ ১৮	১৩ ৫০ ৩৪	১৫ ৪৮ ৫১	১৭ ৪৩ ১১	১৯ ৪২ ২৫	২১ ৩৬ ৪৬
৪	১১ ৫৬ ১৪	১৩ ৫৪ ৩১	১৫ ৫২ ৪৮	১৭ ৪৭ ৮	১৯ ৪৬ ২২	২১ ৪০ ৪২
৫	১২ ০ ১১	১৩ ৫৮ ২৭	১৫ ৫৬ ৪৪	১৭ ৫১ ৪	১৯ ৫০ ১৯	২১ ৪৪ ৩৯
৬	১২ ৪ ৭	১৪ ২ ২৪	১৬ ০ ৪১	১৭ ৫৫ ১	১৯ ৫৪ ১৫	২১ ৪৮ ৩৫
৭	১২ ৮ ৪	১৪ ৬ ২১	১৬ ৪ ৩৭	১৭ ৫৮ ৫৭	১৯ ৫৮ ১২	২১ ৫২ ৩২
৮	১২ ১২ ১	১৪ ১০ ১৭	১৬ ৮ ৩৪	১৮ ২ ৫৪	২০ ২ ৮	২১ ৫৬ ২৮
৯	১২ ১৫ ৫৭	১৪ ১৪ ১৪	১৬ ১২ ৩০	১৮ ৬ ৫০	২০ ৬ ৫	২২ ০ ২৫
১০	১২ ১৯ ৫৪	১৪ ১৮ ১০	১৬ ১৬ ২৭	১৮ ১০ ৪৭	২০ ১০ ১	২২ ৪ ২১
১১	১২ ২৩ ৫০	১৪ ২২ ৭	১৬ ২০ ২৩	১৮ ১৪ ৪৪	২০ ১৩ ৫৮	২২ ৮ ১৮
১২	১২ ২৭ ৪৭	১৪ ২৬ ৩	১৬ ২৪ ২০	১৮ ১৮ ৪০	২০ ১৭ ৫৪	২২ ১২ ১৪
১৩	১২ ৩১ ৪৩	১৪ ৩০ ০	১৬ ২৮ ১৭	১৮ ২২ ৩৭	২০ ২১ ৫১	২২ ১৬ ১১
১৪	১২ ৩৫ ৪০	১৪ ৩৩ ৫৬	১৬ ৩২ ১৩	১৮ ২৬ ৩৩	২০ ২৫ ৪৮	২২ ২০ ৮
১৫	১২ ৩৯ ৩৬	১৪ ৩৭ ৫৩	১৬ ৩৬ ১০	১৮ ৩০ ৩০	২০ ২৯ ৪৪	২২ ২৪ ৪
১৬	১২ ৪৩ ৩৩	১৪ ৪১ ৫০	১৬ ৪০ ৬	১৮ ৩৪ ২৬	২০ ৩৩ ৪১	২২ ২৮ ১
১৭	১২ ৪৭ ৩০	১৪ ৪৫ ৪৬	১৬ ৪৪ ৩	১৮ ৩৮ ২৩	২০ ৩৭ ৩৭	২২ ৩১ ৫৭
১৮	১২ ৫১ ২৬	১৪ ৪৯ ৪৩	১৬ ৪৭ ৫৯	১৮ ৪৩ ১৭	২০ ৪১ ৩৪	২২ ৩৫ ৫৪
১৯	১২ ৫৫ ২৩	১৪ ৫৩ ৩৯	১৬ ৫১ ৫৬	১৮ ৪৭ ১৪	২০ ৪৫ ৩০	২২ ৩৯ ৫০
২০	১২ ৫৯ ১৯	১৪ ৫৭ ৩৬	১৬ ৫৫ ৫২	১৮ ৫১ ১০	২০ ৪৯ ২৭	২২ ৪৩ ৪৭
২১	১৩ ৩ ১৬	১৫ ১ ৩২	১৬ ৫৯ ৪৯	১৮ ৫৫ ৭	২০ ৫৩ ২৩	২২ ৪৭ ৪৩
২২	১৩ ৭ ১২	১৫ ৫ ২৯	১৭ ৩ ৪৬	১৮ ৫৯ ৩	২০ ৫৭ ২০	২২ ৫১ ৪০
২৩	১৩ ১১ ৯	১৫ ৯ ২৫	১৭ ৭ ৪২	১৯ ৩ ০	২১ ১ ১৭	২২ ৫৫ ৩৭
২৪	১৩ ১৫ ৫	১৫ ১৩ ২২	১৭ ১১ ৩৯	১৯ ৬ ৫৬	২১ ৫ ১৩	২২ ৫৯ ৩৩
২৫	১৩ ১৯ ২	১৫ ১৭ ১৯	১৭ ১৫ ৩৫	১৯ ১০ ৫৩	২১ ৯ ১০	২৩ ৩ ৩০
২৬	১৩ ২২ ৫৯	১৫ ২১ ১৫	১৭ ১৯ ৩২	১৯ ১৪ ৫০	২২ ১৩ ৬	২৩ ৭ ২৬
২৭	১৩ ২৬ ৫৫	১৫ ২৫ ১২	১৭ ২৩ ২৮	১৯ ১৮ ৪৬	২১ ১৭ ৩	২৩ ১১ ২৩
২৮	১৩ ৩০ ৫২	১৫ ২৯ ৮	১৭ ২৭ ২৫	১৯ ২২ ৪৩	২১ ২০ ৫৯	২৩ ১৫ ১৯
২৯	১৩ ৩৪ ৪৮	১৫ ৩৩ ৫	১৭ ৩১ ২১	১৯ ২৬ ৩৯	২১ ২৪ ৫৬	২৩ ১৯ ১৬
৩০	১৩ ৩৮ ৪৫	১৫ ৩৭ ১	... ...	১৯ ৩০ ৩৬	[illegible] ৫৩ ৪০	২৩ ২৩ ১২
৩১	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
৩২	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...

টানিলে মিলিত স্থানে সেই মাসের সেই তারিখের সাইডিরিয়াল টাইম জানিতে পারিবেন।

সাইডিরিয়াল টাইম কি, তাহা পাঠকবর্গের বিদিতার্থে বলা হইতেছে। যে কোন দিবস যে সময়ে মাধ্যাহ্নিক রেখার উপর কোন নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, সেই সময়াবধি তাহার পর দিবস সেই রেখার উপর যে সময়ে তাহাকে পুনর্ব্বার দেখা যায়, সেই সময় পর্য্যন্ত কালকে নাক্ষত্রিক দিন কহে, ইহাকেই সাইডিরিয়াল টাইম বলা যায়। নাক্ষত্রিক দিনের পরিমাণ ২৩ ঘণ্টা, ৫৬ মিনিট, ৪৪ সেকেণ্ড। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ড অবলম্বন করিয়া এই সময়ের মধ্যে একবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই সাইডিরিয়াল টাইম প্রত্যহ বেলা দুই প্রহরকাল পর্য্যন্ত গণিত হইয়া থাকে; বিশেষত যে স্থানে রাশিচক্র এবং বিষুবরেখার মিলন হয়, সেই স্থান হইতে প্রত্যেক দিবসের সাইডিরিয়াল টাইম গণিত আরম্ভ হয়।

ইংরাজীমতে দশমাদি লগ্নসারণী।

এই সারণীচক্রের প্রথম স্তম্ভে মাধ্যাহ্নিক রেখার সরল উত্থান অঙ্ক, দ্বিতীয় স্তম্ভে দশম স্থানের, তৃতীয় স্তম্ভে একাদশ স্থানের, চতুর্থ স্তম্ভে দ্বাদশ স্থানের, পঞ্চম স্তম্ভে লগ্নের, ষষ্ঠ স্তম্ভে দ্বিতীয় স্থানের ও সপ্তম স্তম্ভে তৃতীয় স্থানের রাশি এবং উদিতাংশাদি লিখিত হইয়াছে।

যে মাসের যে তারিখে যত ঘণ্টা ও যত মিনিট সময়ে লগ্নস্ফুট নির্ণয় করিবার প্রয়োজন হইবে, প্রথমতঃ সেই দিনের সাইডিরিয়াল টাইম কত, জানিয়া তাহা হইতে ৫৮ সেকেণ্ড বিয়োগ করিয়া এক স্থানে রাখিবে। পরে প্রশ্ন কিম্বা জন্মকালে দিবা দুই প্রহর হইতে যত ঘণ্টা মিনিট গত হইয়াছে, তাহার প্রতি ঘণ্টায় ১০ সেকেণ্ড গ্রহণ করিয়া যত হইবে, তাহা ঐ গত ঘণ্টা মিনিটের সহিত যোগ করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত সাইডিরিয়াল টাইমের সহিত যোগ করিবে, আর যদি দিবা দুই প্রহরের পূর্ব্বে জন্ম কিম্বা প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বদিনের সাইডিরিয়াল টাইম গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে ৫৮ সেকেণ্ড বিযুক্ত করিয়া যত ঘণ্টা মিনিট হইবে, তাহার সহিত ঐ পূর্ব্বদিনের দুইপ্রহর হইতে প্রশ্ন কিম্বা জন্মকাল পর্য্যন্ত যত ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড গত হইয়াছে, তাহা যোগ করিতে হইবে এবং ঐ যুক্তাঙ্ক যদি ২৪ ঘণ্টার অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ অঙ্ক হইতে ২৪ বিযুক্ত করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সারণীচক্রের মাধ্যাহ্নিক রেখার সরল উত্থান স্তম্ভের মধ্যে যে অঙ্কের সদৃশ কিম্বা প্রায় সমান দৃষ্ট হইবে, সেই অঙ্কের সংলগ্ন দক্ষিণে তাহার পর স্তম্ভের মধ্যে যে অঙ্ক দৃষ্ট হইবে, সেই অঙ্ক দশম স্থানের উদিতাংশ হইবে। আর ঐ দশম স্থানের উদিতাংশ অঙ্কের সংলগ্ন দক্ষিণে তাহার পরস্তম্ভে যে অঙ্ক লিখিত আছে, তাহা একাদশ স্থানের উদিতাংশ হইবে। ঐ একাদশ স্থানের সংলগ্ন দক্ষিণে

তাহার পর স্তম্ভে যে অঙ্ক দৃষ্ট হইবে, তাহা দ্বাদশ স্থানের উদিতাংশ। ঐ দ্বাদশ স্থানের উদিতাংশ অঙ্কের সংলগ্ন দক্ষিণে তাহার পর স্তম্ভে যে অঙ্ক দেখিবে, তাহা লগ্নের উদিতাংশ হইবে। ঐ লগ্নের উদিতাংশ অঙ্কের সংলগ্ন তাহার পর স্তম্ভের অঙ্ক দ্বিতীয় স্থানের উদিতাংশ হইবে। ঐ দ্বিতীয় স্থলের উদিতাংশ অঙ্কের সংলগ্ন তাহার পর স্তম্ভে যে অঙ্ক দৃষ্ট হইবে, তাহা তৃতীয় স্থানের উদিতাংশ হইবে। দশম স্থানের বিপরীত যে রাশি হইবে, তাহা চতুর্থ স্থান জানিবে এবং দশম স্থানের যে উদিতাংশ হইবে, চতুর্থ স্থানেরও সেই উদিতাংশ হইবে। একাদশ স্থানের বিপরীত যে রাশি, পঞ্চম স্থানেরও সেই রাশি হইবে, একাদশ স্থানের উদিতাংশ যত, পঞ্চম স্থানের উদিতাংশ তত জানিবে। দ্বাদশ স্থানের বিপরীত যে রাশি, ষষ্ঠ স্থানেরও সেই রাশি, দ্বাদশ স্থানে যত উদিতাংশ, ষষ্ঠ স্থানেরও তত উদিতাংশ হইবে। লগ্নস্থানের বিপরীত যে রাশি, তাহা সপ্তম স্থান, লগ্নস্থানে যত অংশ উদিত হইবে, সপ্তম স্থানেও তত অংশ উদিত হইবে। দ্বিতীয় স্থানের বিপরীত যে রাশি, তাহা অষ্টমস্থান; সুতরাং দ্বিতীয় স্থানের যে উদিতাংশ, অষ্টম স্থানেরও সেই উদিতাংশ। তৃতীয় স্থানের বিপরীত যে রাশি, তাহা নবম স্থান; অতএব তৃতীয় স্থানের উদিতাংশ যত হইবে, নবম স্থানের উদিতাংশও তত জানিবে।

দৃষ্টান্ত। ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাঙ্গালা ১২৯৪ সালের ১৭ পৌষ বেলা ৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিটের সময় কোন বালকের জন্ম হইলে ঐ সময় কোন্ লগ্নের ও দশমাদি কোন্ কোন্ রাশির কত অংশ উদিত, তাহা এই দশমাদি লগ্নসারণী দ্বারা কিরূপে নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাঙ্গালা ১৭ পৌষ তারিখের ইংরাজী পঞ্জিকার সাইডিরিয়াল টাইম ১৮ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ২৩ সেকেণ্ড হয়, উহা হইতে ৫৮ সেকেণ্ড বিয়োগ করিলে ১৮ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৫ সেকেণ্ড অবশিষ্ট থাকিল, ইহা এক স্থানে স্থাপন কর। পরে জন্মকালে বেলা অপরাহ্ন সময়ের ৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিটের প্রতি ঘণ্টায় ১০ সেকেণ্ড করিয়া বৃদ্ধি করিলে প্রায় ৫৩ সেকেণ্ড হয়, অতএব ঐ ৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিটের সহিত ৫৩ সেকেণ্ড যোগ করিলে ৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ৫৩ সেকেণ্ড হইল, এইক্ষণ এই অঙ্ক পূর্ব্বস্থাপিত সাইডিরিয়াল টাইম ১৮ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৫ সেকেণ্ডের সহিত যোগ করিলে যুক্তাঙ্ক ২৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড হইল।

দশমাদি লগ্নসারণী চক্রের মাধ্যাহ্নিক সরল উত্থান স্তম্ভে দৃষ্টি করিয়া ঐ স্তম্ভের নিম্নভাগে প্রায় ঐ অঙ্কের সদৃশ অর্থাৎ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ড দৃষ্ট হইল। অতএব মাধ্যাহ্নিক সরল উত্থান স্তম্ভে ঐ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ড অঙ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। পরে ঐ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ড অঙ্কের সংলগ্ন তাহার পর স্তম্ভের অঙ্ক ২৯ অংশ পাওয়া গেল। এইক্ষণ ঐ স্তম্ভের উপরিভাগে দশম স্থান ও মীন রাশি লিখিত

আছে, অতএব উহা দ্বারা জানা গেল যে, বেলা ৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিটের সময় দশম স্থান মীন রাশির তৎকালে ২৯ অংশ উদয়।

ঐ দশম স্থানের ২৯ অংশের সংলগ্ন তাহার পর স্তম্ভে ৩ অংশ দৃষ্ট হইল, অতএব ঐ স্তম্ভের উপরিভাগের লিখিত একাদশ স্থান এবং ঐ স্তম্ভের মধ্যে অঙ্কিত বৃষ রাশির ৩ অংশ তৎকালে উদয় জানা গেল। ঐ একাদশ স্থানে বৃষ রাশির ৩ অংশ অঙ্কের সংলগ্ন তাহার পর স্তম্ভে ৭ অংশ অঙ্ক দৃষ্ট হইতেছে, উহা দ্বাদশ স্থানের এবং ঐ দ্বাদশ স্থানের স্তম্ভের অঙ্কিত মিথুন রাশির ৭ অংশ উদিত। ঐ দ্বাদশ স্থানের ৭ অংশ অঙ্কের সংলগ্ন পর-স্তম্ভে ৮ অংশ ৩৬ কলা দৃষ্ট হইতেছে; অতএব ঐ লগ্নস্তম্ভের অঙ্কিত কর্কট লগ্নের ৮ অংশ ৩৬ কলা তৎকালে উদিত স্থির হইল। উহার সংলগ্ন দ্বিতীয় স্তম্ভের ৩ অঙ্ক ঐরূপ দ্বিতীয় স্থানের স্তম্ভের অঙ্কিত সিংহ রাশির ৩ অংশ নির্ণয় হইবে এবং ঐ সিংহ রাশির ৩ অংশ অঙ্কের সংলগ্ন তাহার পর স্তম্ভে ঐ প্রণালীতে সিংহ রাশির ২৯ অংশ উদয় স্থির হইবে।

দশম, একাদশ, দ্বাদশ, লগ্ন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের রাশির নাম উল্লেখে উদিত অংশাদি নির্ণয় হইল। এইক্ষণ উক্ত প্রণালীমতে ঐ দশম স্থানের উল্লিখিত মীন রাশির বিপরীত কন্যা রাশির ২৯ অংশ চতুর্থ স্থান। একাদশ স্থানের উল্লিখিত বৃষ রাশির বিপরীত বৃশ্চিক রাশির ৩ অংশ পঞ্চম স্থান, দ্বাদশ স্থানের লিখিত মিথুন রাশির বিপরীত ধনুর ৭ অংশ ষষ্ঠ স্থান। লগ্ন স্থানের লিখিত কর্কটের বিপরীত মকরের ৮ অংশ ৩৬ কলা সপ্তম স্থান। দ্বিতীয় স্থান সিংহ রাশির বিপরীত কুম্ভ রাশির ৩ অংশ অষ্টম স্থান এবং তৃতীয় স্থানের উল্লিখিত সিংহের বিপরীত কুম্ভের ২৯ অংশ নবম স্থান জানিবে। ইংরাজী-মতে এই দশমাদি লগ্ন স্থির হইল। এইক্ষণে ঐ লগ্নস্ফুট হইতে অয়নাংশ বিয়োগ করিলেই অস্মদ্দেশের লগ্নসারণীমতে লগ্ন নির্ণয় হইবে।

এই ইংরাজীমতে সাইডিরিয়াল টাইম অবলম্বন করিয়া ইংরাজীমতে গণনা দ্বারা দশমাদি লগ্নসারণীতে জন্মকালে কর্কট লগ্নের ৮ আট অংশ ৩৬ ছত্রিশ কলা বলিয়া উদি-তাংশ স্থির হইয়াছে। অধুনা ঐ কর্কটের ৮ অংশ ৩৬ কলা হইতে বর্ত্তমান অয়নাংশ ২০।৪৯।৫০।২৪ অনুকলা বিয়োগ করিলেই স্বদেশানুসারে নিরয়ণমতে লগ্ন ও উদিতাংশ নির্ণয় হইবে; কিন্তু ৮ অংশ ৩৬ ছত্রিশ কলা ঐ ২০ অংশ ৪৯ কলা ৫০ বিকলা ২৪ অনু-কলা হইতে কম বিধায় এই আট অংশ ৩৬ ছত্রিশ কলার সহিত পূর্ব্ব রাশি মিথুনের ৩০ অংশ যোগ করিলে ৩৮ অংশ ৩৬ কলা হইল। এইক্ষণ ঐ ৩৮ অংশ ৩৬ কলা হইতে বর্ত্ত-মান অয়নাংশ ২০।৪৯।৫০।২৪ বিয়োগ করিলে মিথুনের ১৭ অংশ ৪৬ কলা ৯ বিকলা ৩৬ অনুকলা অবশিষ্ট থাকে; ইহাই নিরয়ণমতে লগ্নস্ফুট। এইরূপ দশমাদি উল্লিখিত লগ্নের অংশাদি হইতে অয়নাংশ বিয়োগ করিয়া অস্মদ্দেশের মতে দশমাদি লগ্নের উদয় নির্ণয় হইবে।

ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের লগ্ন নিরূপণের সঙ্কেত মতে কলিকাতার ও তন্নিকটস্থ স্থানের লগ্ন নিরূপণের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

A table of the Poles of the houses for the latitude of Calcutta.

7th house or Ascendant	3rd, 5th, 9th or 11th house	2nd, 6th, 8th or 12th house
22 degrees 35′	7 degrees. 56 min	15 degrees. 32 min.

From the above table its is evident that pole of the ascendant or 7th house is 22 degrees 35′, that of 3rd, 5th, 9th and 11th houses is 7 degrees 56′ and that of 2nd, 6th 8th or 12th houses is 15 degrees 32′.

The following is an example shewing how to find the ascending degree in Calcutta when the right ascension of the meridian is given.

If the right ascension of the meridian in Calcutta be 1 hour 2 minutes and 40 seconds what degree of the Zodiac is ascending ?

1 hour 2 minutes and 40 seconds is equal to 15 degrees 40 minutes, adding 90 degrees to this, we get 105 Degrees 40 minutes, which is the oblique ascension of the ascendant. Subtracting this oblique ascension from 180 Degrees, we get 74 Degrees 20 minutes, the distance of the cusp of the ascentant from Libra. Then

Log. Cosine 74 Degrees 20 minutes	9· 43142
Log. Cotangent 22d. 35′ (Pole of the ascendant)	10· 38099
Log. Contangent angle A, 37d. 0 m.	9· 81241
Angle A.	47 d. 0 m.
Subtract (the oblique ascension being nearest Libra)	20d. 28 m.
The difference is angle B.	33d. 32 m.
Log. Cosine angle B (A. Comp.)	0· 07907
Log. Cosine angle A, 57d. 0 m.	9· 73610
Log. tang. oblique ascension from Libra 74d. 20m.	10· 55212
Log. tang. of longitude from Libra=66d. 46. m.	10· 36729

As the oblique ascension of the ascendant is on the lefthand side from Libra, it is evident that the ascendant degree is somewhere in one of the signs that preced Libra. By calculation we find that 20 Degrees 14 Minutes of Cancer is the answer, because this point of the Zodiac is 66 Degrees 46 Minutes distant from the first point of Libra.

ঘণ্টা হইতে অংশ, মিনিট হইতে কলা এবং সেকেণ্ড হইতে বিকলা করার টেবিল।

সময়	অংশ	সময়	অংশাদি	সময়	অংশাদি	সময়	অংশাদি	সময়	অংশাদি	সময়	অংশাদি
ঘণ্টা	অংশ	মি,	অং, ক,	মি,	অং, ক,	সে,	অং, ক,	সে,	ক, বি,	সে,	ক, বি,
১	১৫	১	০ । ১৫	৩১	৭ । ৪৫	৪	০ । ১	১	০ । ১৫	৩১	৭ । ৪৫
২	৩০	২	০ । ৩০	৩২	৮ । ০	৮	০ । ২	২	০ । ৩০	৩২	৮ । ০
৩	৪৫	৩	০ । ৪৫	৩৩	৮ । ১৫	১২	০ । ৩	৩	০ । ৪৫	৩৩	৮ । ১৫
৪	৬০	৪	১ । ০	৩৪	৮ । ৩০	১৬	০ । ৪	৪	১ । ০	৩৪	৮ । ৩০
৫	৭৫	৫	১ । ১৫	৩৫	৮ । ৪৫	২০	০ । ৫	৫	১ । ১৫	৩৫	৮ । ৪৫
৬	৯০	৬	১ । ৩০	৩৬	৯ । ০	২৪	০ । ৬	৬	১ । ৩০	৩৬	৯ । ০
৭	১০৫	৭	১ । ৪৫	৩৭	৯ । ১৫	২৮	০ । ৭	৭	১ । ৪৫	৩৭	৯ । ১৫
৮	১২০	৮	২ । ০	৩৮	৯ । ৩০	৩২	০ । ৮	৮	২ । ০	৩৮	৯ । ৩০
৯	১৩৫	৯	২ । ১৫	৩৯	৯ । ৪৫	৩৬	০ । ৯	৯	২ । ১৫	৩৯	৯ । ৪৫
১০	১৫০	১০	২ । ৩০	৪০	১০ । ০	৪০	০ । ১০	১০	২ । ৩০	৪০	১০ । ০
১১	১৬৫	১১	২ । ৪৫	৪১	১০ । ১৫	৪৪	০ । ১১	১১	২ । ৪৫	৪১	১০ । ১৫
১২	১৮০	১২	৩ । ০	৪২	১০ । ৩০	৪৮	০ । ১২	১২	৩ । ০	৪২	১০ । ৩০
১৩	১৯৫	১৩	৩ । ১৫	৪৩	১০ । ৪৫	৫২	০ । ১৩	১৩	৩ । ১৫	৪৩	১০ । ৪৫
১৪	২১০	১৪	৩ । ৩০	৪৪	১১ । ০	৫৬	০ । ১৪	১৪	৩ । ৩০	৪৪	১১ । ০
১৫	২২৫	১৫	৩ । ৪৫	৪৫	১১ । ১৫	৬০	০ । ১৫	১৫	৩ । ৪৫	৪৫	১১ । ১৫
১৬	২৪০	১৬	৪ । ০	৪৬	১১ । ৩০			১৬	৪ । ০	৪৬	১১ । ৩০
১৭	২৫৫	১৭	৪ । ১৫	৪৭	১১ । ৪৫			১৭	৪ । ১৫	৪৭	১১ । ৪৫
১৮	২৭০	১৮	৪ । ৩০	৪৮	১২ । ০			১৮	৪ । ৩০	৪৮	১২ । ০
১৯	২৮৫	১৯	৪ । ৪৫	৪৯	১২ । ১৫			১৯	৪ । ৪৫	৪৯	১২ । ১৫
২০	৩০০	২০	৫ । ০	৫০	১২ । ৩০			২০	৫ । ০	৫০	১২ । ৩০
২১	৩১৫	২১	৫ । ১৫	৫১	১২ । ৪৫			২১	৫ । ১৫	৫১	১২ । ৪৫
২২	৩৩০	২২	৫ । ৩০	৫২	১৩ । ০			২২	৫ । ৩০	৫২	১৩ । ০
২৩	৩৪৫	২৩	৫ । ৪৫	৫৩	১৩ । ১৫			২৩	৫ । ৪৫	৫৩	১৩ । ১৫
২৪	৩৬০	২৪	৬ । ০	৫৪	১৩ । ৩০			২৪	৬ । ০	৫৪	১৩ । ৩০
		২৫	৬ । ১৫	৫৫	১৩ । ৪৫			২৫	৬ । ১৫	৫৫	১৩ । ৪৫
		২৬	৬ । ৩০	৫৬	১৪ । ০			২৬	৬ । ৩০	৫৬	১৪ । ০
		২৭	৬ । ৪৫	৫৭	১৪ । ১৫			২৭	৬ । ৪৫	৫৭	১৪ । ১৫
		২৮	৭ । ০	৫৮	১৪ । ৩০			২৮	৭ । ০	৫৮	১৪ । ৩০
		২৯	৭ । ১৫	৫৯	১৪ । ৪৫			২৯	৭ । ১৫	৫৯	১৪ । ৪৫
		৩০	৭ । ৩০	৬০	১৫ । ০			৩০	৭ । ৩০	৬০	১৫ । ০

এই টেবিলের প্রথম কলমে ঘণ্টা ও দ্বিতীয় কলমে অংশসংখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা যত ঘণ্টায় যত অংশ হয়, তাহা জানা যাইবে।

এই টেবিলের ৩য় ও ৫ম কলমে মিনিটের অঙ্ক এবং ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ কলমে অংশাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা যত মিনিটে যত অংশ-কলাদি হইবে, তাহা জানা যাইবে।

এই টেবিলের ৭ম কলমে ৪ সেকেণ্ড হইতে ৬০ সেকেণ্ডের অঙ্ক এবং ৮ম কলমে

অংশ-কলাদির অঙ্ক বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্থূলরূপে যত সেকেণ্ডে যত অংশ কলাদি হইবে, তাহা জানা যাইবে।

এই টেবিলের ৯ম ও ১১শ কলমে সেকেণ্ডের ৬৪ এবং ১০ম ও ১২শ কলমে কলা-বিকলার সংখ্যা অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ১ হইতে ৬০ সেকেণ্ডে যত কলা বিকলা হইবে, তাহা জানা যাইবে।

জন্ম কিম্বা প্রশ্নকালে জাতবালকের কিম্বা প্রশ্নকারকের শুভাশুভ গণনা করিতে হইলে, যেরূপে গ্রহস্ফুট ও লগ্নস্ফুট গণনা করিয়া জন্মকুণ্ডলীমধ্যে স্ফুটের অংশকলাদি সন্নিবেশিত করিতে হয়, তাহা দৃষ্টান্তসমেত কথিত হইয়াছে। এক্ষণ তোষণীগ্রন্থে ঐ জন্মকুণ্ডলীর অঙ্কিত গ্রহগণের দৃষ্টিকলাদি গণনা করিয়া শুভাশুভ ফলের বিচার যেরূপ লিখিত আছে, তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে।

গ্রহগণের বল সাধনের অগ্রে তোষণীগ্রন্থকার গ্রহের উপর গ্রহের দৃষ্টিগণনার সঙ্কেত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ গণনার প্রণালী বর্ণনার অগ্রে সাধারণত দৃষ্টি কাহাকে বলে, পাঠকবর্গের বিদিতার্থে তাহা বলা যাইতেছে।

গ্রহাণাং দৃষ্টিস্থানকথনং।

তৃতীয়ে দশমে চৈব পাদদৃষ্টিরুদাহৃতা। অর্দ্ধদৃষ্টিশ্চ নবমে পঞ্চমে চ প্রকীর্ত্তিতা॥ চতুর্থে চাষ্টমে চৈব পাদোনা পরিকীর্ত্তিতা। সপ্তমে পরিপূর্ণা চ ফলমেবং প্রকল্প্যতে॥ তৃতীয়দশমাবার্কিঃ পশ্যন্ পূর্ণফলপ্রদঃ। ত্রিকোণগান্ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টমগান্ কুজঃ॥ পাদৈকদৃষ্টির্দশমে তৃতীয়ে দ্বিপাদদৃষ্টির্নবপঞ্চকে তু। ত্রিপাদদৃষ্টিশ্চতুরষ্টকে চ সম্পূর্ণদৃষ্টিঃ সমসপ্তকে স্যাৎ॥

প্রশ্ন কিম্বা জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশিতে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইতে গণনায় তৃতীয় আর দশম স্থানে সেই গ্রহের একপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম আর নবম রাশিতে অর্দ্ধেক, চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে তিনপাদ দৃষ্টি এবং সপ্তম রাশিতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে, তৃতীয় আর দশম স্থানে শনিগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি আর নবম ও পঞ্চম রাশিতে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি এবং চতুর্থ আর অষ্টম রাশিতে মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে গ্রহগণের দৃষ্টি নাই। গ্রহগণের বলাবল এবং এই সকল দৃষ্টি অনুসারে আকর্ষণের শক্তির ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া ফলাফল বলিবে।

স্পষ্টার্থ।

তৃতীয় ও দশম স্থানে একপাদ দৃষ্টি, অর্থাৎ রবিমার্গের যে অংশে গ্রহ অবস্থিত, সেই

অংশ হইতে গণনা করিলে যে স্থানে ৬০ অংশ এবং যে স্থানে ১৭০ অংশ হইবে, সেই স্থানে একপাদ দৃষ্টি। ঐরূপ ১২০ ও ২৪০ অংশে দ্বিপাদ বা অর্দ্ধদৃষ্টি। আর ৯০ ও ২১০ অংশে ত্রিপাদ দৃষ্টি হয় এবং ১৮০ অংশে গ্রহগণের সম্পূর্ণ দৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের পূর্ব্বোক্ত অংশসকলের ন্যূনাধিক্য হইলে ত্রৈরাশিকমতে দৃষ্টি গণনা পূর্ব্বক ফলের তারতম্য বিচার করিতে হইবে। ইহাতে বিশেষ এই যে ৬০ এবং ২৭০ অংশে শনির সম্পূর্ণ দৃষ্টি, আর ১২০ ও ১৪০ অংশে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি এবং ৯০ অংশ ও ২১০ অংশে মঙ্গলের সম্পূর্ণ দৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণ দৃষ্টির নিয়ম বলা হইল, কিন্তু কোন গ্রহের উপর দৃষ্টি গণনা করিতে হইলে যে গ্রহের দৃষ্টি গণনা করিতে হইবে, গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি হইতে সেই গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি বিয়োগ করিয়া উভয় গ্রহের দূরতা নির্ণয় করিতে হইবে। তদ্বিষয় ও তাহার প্রক্রিয়া তোষণীগ্রন্থকার যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ কথিত হইবে।

এক্ষণে গ্রহগণের সাধারণ দৃষ্টি পাঠকবর্গকে অবগত করাইবার জন্য দৃষ্টান্ত সহ একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।
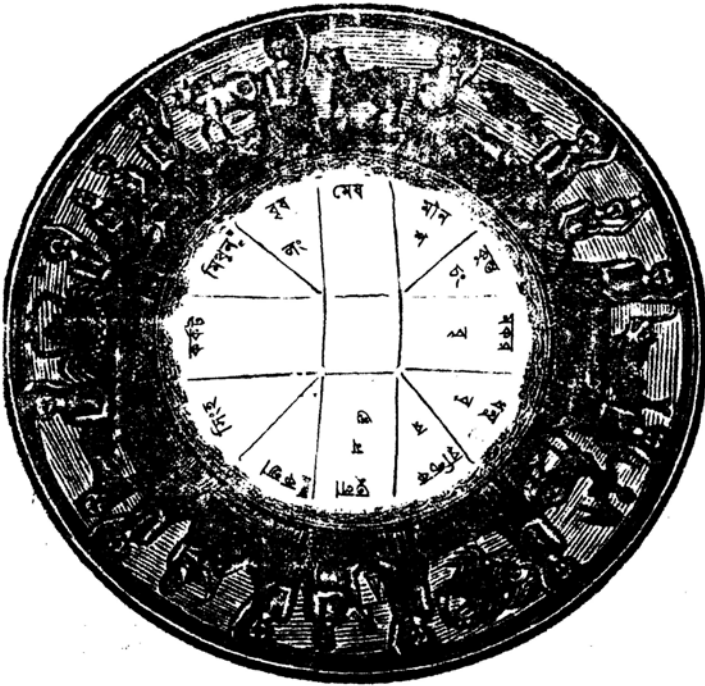
উদাহরণ।

বৃষলগ্নে কোন বালকের জন্ম অথবা কোন প্রশ্ন হইলে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত মতে দৃষ্টি নির্ণয় করিবেন। যথা—শুক্র ও মঙ্গল তুলা রাশিতে স্থিত আছেন, ঐ তুলা রাশি হইতে গণনায় বৃষরাশি অষ্টম, অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি; এজন্য ঐ লগ্নে শুক্রের ত্রিপাদ দৃষ্টি আছে। ঐরূপ মঙ্গলেরও ত্রিপাদ দৃষ্টি হয়, কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি হেতু ঐ স্থানে মঙ্গলেরও সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে। রবি বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করিতেছেন, ঐ বৃশ্চিক হইতে গণনায় বৃষ রাশি সপ্তম, সপ্তম স্থানে গ্রহগণের সম্পূর্ণ দৃষ্টি, অতএব ঐ লগ্নে রবির সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে। বুধ গ্রহ ধনু রাশিতে অবস্থিত থাকায় ঐ রাশি হইতে গণনায় বৃষ রাশি ষষ্ঠ, ষষ্ঠ স্থানে কোন গ্রহেরই দৃষ্টি নাই, অতএব ঐ লগ্নে বুধ গ্রহের দৃষ্টি হয় না। মকর রাশিতে বৃহস্পতি বর্ত্তমান আছেন, ঐ মকর হইতে গণনায় বৃষ রাশি পঞ্চম, পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতির সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে। কুম্ভরাশিতে চন্দ্র অবস্থান করিতেছেন, ঐ কুম্ভ হইতে গণনায় বৃষরাশি চতুর্থ, চতুর্থ স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি; এজন্য ঐ লগ্নে চন্দ্রেরও ত্রিপাদ দৃষ্টি আছে। শনি গ্রহ মীন রাশিতে বর্ত্তমান আছেন। ঐ মীন হইতে গণনায় বৃষরাশি তৃতীয়, ঐ তৃতীয় স্থানে সকল গ্রহের পাদদৃষ্টি; কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি হেতু ঐ লগ্নে শনি গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি হইয়াছে।

এই দৃষ্টি স্থূল, কিন্তু বিদগ্ধতোষিণীমতে অর্থাৎ অংশানুসারে সূক্ষ্ম দৃষ্টিগণনা করিলে বিশেষ সূক্ষ্ম ফল গণনা করিতে পারিবেন।

তোষিণীমতে দৃষ্টি গণনা।

যস্মাদ্দৃষ্ট্যুদ্ভবং ধত্তে গ্রহো নানাবিধং ফলম্।
তস্মাদানয়নং দৃষ্টের্ব্বদামি বিদুষাং মুদে॥

যেহেতু গ্রহগণ দৃষ্টিসম্ভূত নানাবিধ ফল দান করে, অতএব পণ্ডিতগণের সন্তোষার্থ গ্রহগণের দৃষ্ট্যানয়ন বলিতেছি।

দৃশ্যোনাদবলোকিতাদ্দিবিচরাদেকাদিতঃ খাভ্রভূযুগ্মত্র্যাব্ধিখদৃগ্‌গুণেন্দু-খর্ত্তবিয়ৎপাদা দৃশাং খণ্ডকাঃ। ভৌমার্কীনবমে গুরোর্ম্মূর্তিসুখে মন্দাৎ ত্রিখে খর্ত্তবো ৬০ ভোগ্যন্নাংশখরামভাগসহিতোনাঃ স্যুঃ স্ফুটা দৃষ্টয়ঃ॥

যে গ্রহ যে কোন গ্রহকে দেখেন, তিনি দ্রষ্টা, আর যে গ্রহকে দেখিতেছেন, তিনি দৃশ্য। যখন যে গ্রহের দৃষ্টি গণনা করিতে হইবে, সেই গ্রহের স্ফুট-রাশ্যাদি হইতে যে গ্রহের উপর দৃষ্টি গণনা করা হইতেছে, সেই গ্রহের স্ফুট-রাশ্যাদি হীন করিয়া যাহা শেষ

থাকিবে, তাহাতে যে সংখ্যা থাকিবে, সেই সংখ্যা-পরিমিত দৃষ্টি-চক্রের কোষ্ঠা হইতে খণ্ডা গ্রহণ করিয়া তৎপরে অনুখণ্ডা গ্রহণ করত ভোগ্য নিশ্চয় করিবে। তৎপরে সেই ভোগ্যদ্বারা অন্তর-শেষ অংশাদিকে পূরণ করিয়া ত্রিশ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা খণ্ডার ঋণ ধন * বিবেচনা করিয়া খণ্ডাতে হীন বা যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই সেই গ্রহের উপর সেই গ্রহের দৃষ্টি এবং তদনুসারে ফল হইবে।

রবি, চন্দ্র, বুধ ও শুক্রের দৃষ্টিখণ্ডা চক্র। ১ নং।

রাশিসংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
খণ্ডা	০	০	১৫	৩০	৪৫	৬০	০	৩০	৪৫	১৫	০	০
অনুখণ্ডা	০	১৫	৩০	৪৫	৬০	০	৩০	৪৫	১৫	০	০	০
ভোগ্য	০	১৫	১৫	১৫	১৫	৬০	৩০	১৫	৩০	১৫	০	০

মঙ্গলস্য ২ নং।

৪	৫	৮	৯
৩০	৬০	৩০	৬০
৬০	৬০	৬০	১৫
৩০	১৫	৩০	৪৫

গুরোঃ ৩ নং।

৭	৮	৩	৪
০	৬০	১৫	৬০
৬০	৪৫	৬০	৪৫
৬০	১৫	৪৫	১৫

শনেঃ ৪ নং।

২	৩	৯	১০
০	৬০	৪৫	৬০
৬০	৩০	৬০	০
৬০	৩০	১৫	৬০

১নং চক্রে রবি, চন্দ্র, বুধ ও শুক্রের দৃষ্টি বিবরণ।

এই চক্রের প্রথম কলমের ১ম হইতে ১২শ কোষ্ঠায় যথাক্রমে রাশির সংখ্যা এবং

* খণ্ডা অপেক্ষা অনুখণ্ডা ন্যূন হইলে খণ্ডাকে ঋণখণ্ডা এবং খণ্ডা অপেক্ষা অনুখণ্ডা অধিক হইলে খণ্ডাকে ধনখণ্ডা কহে।

তন্নিম্ন কলমে ১ম হইতে দ্বাদশ রাশির নিম্নে গ্রহগণের ৬০ কলায় পূর্ণদৃষ্টি অনুসারে যে ঘরে যত পরিমাণে দৃষ্টি হইতে পারে, তাহার সংখ্যা বিন্যস্ত হইয়াছে। ৩য় কলমের ২য় কোষ্ঠায় দুই রাশিতে ৬০ অংশে যে একপাদ দৃষ্টি অর্থাৎ ১৫ কলা অঙ্কিত হইয়াছে; ৩য় কোষ্ঠায় ১২০ অংশে যে অর্দ্ধদৃষ্টি অর্থাৎ ৩০ কলা; ৪র্থ কোষ্ঠায় ১৫০ অংশে যে ত্রিপাদ-দৃষ্টি অর্থাৎ ৪৫ কলা; ৫ম কোষ্ঠায় ১৮০ অংশে যে পূর্ণদৃষ্টি অর্থাৎ ৬০ কলা বিন্যস্ত হই-য়াছে। এইরূপে ৬ষ্ঠ কোষ্ঠায় ০ শূন্য, সপ্তমে ৩০ কলা, ৮মে ৪৫ কলা, ৯ম কোষ্ঠায় ১৫ কলা, ১০ম কোষ্ঠায় ০, একাদশে ০ শূন্য এবং দ্বাদশ কোষ্ঠায় ০ শূন্য অঙ্কিত হইয়াছে। ৪র্থ কলমে ভোগ্য অর্থাৎ ২য় ও ৩য় কলমের লিখিত অঙ্কদ্বয়ের পরস্পর অন্তরিত অঙ্ক বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহা ভোগ্য অর্থাৎ দৃষ্টির সংখ্যা।

২ নং চক্রে মঙ্গলের দৃষ্টি বিবরণ।

এই চক্রের ১ম কলমের ১ম হইতে ৪র্থ কোষ্ঠা পর্য্যন্ত রাশির অঙ্ক, তন্নিম্নে ঐ ঐ রাশিতে যত পরিমাণ কলা দৃষ্টি হইবে তাহার অঙ্ক; ৩য় কলমের ১ম কোষ্ঠায় ৯০ অংশে যে পূর্ণদৃষ্টি অর্থাৎ ৬০ কলা; ২য় কোষ্ঠায় ২১০ অংশে যে পূর্ণদৃষ্টি অর্থাৎ ৬০ কলা; ৪র্থ কোষ্ঠায় ২৭০ অংশে যে পাদদৃষ্টি অর্থাৎ ১৫ কলা অঙ্কিত হইয়াছে। ৪র্থ কলমে পূর্ব্ববৎ ভোগ্যের অঙ্ক লিখিত হইয়াছে।

এইরূপে ৩নং ও ৪নং টেবিলের কোষ্ঠাতেও দৃষ্টি অনুসারে কলার অঙ্কসংখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অতি সহজে গ্রহগণের দৃষ্টিসাধন করিবার জন্য অন্যপ্রকার চারিটী চক্র নিম্নে লিখিত হইল।

রবি, চন্দ্র, বুধ ও শুক্রের দৃষ্টিখণ্ডা চক্র।

র চ বু শু	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	০	০	১৫	৩০	৪৫	৬০	০	৩০	৪৫	১৫	০	০
		যোগ	যোগ	যোগ	যোগ	বাদ	যোগ	যোগ	বাদ	বাদ		
	০	॥	॥	॥	꠱	২	১	॥	১	॥	০	০

মঙ্গলের দৃষ্টিখণ্ডা চক্র।

ম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	০	০	১৫	৩০	৬০	৬০	০	৩০	৬০	১৫	০	০
		যোগ	যোগ	যোগ		বাদ	যোগ	যোগ	বাদ	বাদ		
	০	॥	॥	১	০	২	১	১	১॥	॥	০	০

বৃহস্পতির দৃষ্টিখণ্ডা চক্র।

বৃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	০	০	১৫	৬০	৪৫	৬০	০	৬০	৪৫	১৫	০	০
		যোগ	যোগ	বাদ	যোগ	বাদ	যোগ	বাদ	বাদ	বাদ		
	০	॥	১॥	॥	॥	২	২	॥	১	॥	০	০

শনির দৃষ্টিখণ্ডা চক্র।

শ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	০	০	৬০	৩০	৪৫	৬০	০	৩০	৪৫	৬০	০	০
		যোগ	বাদ	যোগ	যোগ	বাদ	যোগ	যোগ	যোগ	বাদ		
	০	২	১	॥	॥	২	১	॥	॥	২	০	০

দৃষ্টি বিচারের পূর্ব্বে জানিতে হইবে যে, কোন্ গ্রহের দৃষ্টি কোন্ গ্রহের বা ভাবের উপর গণনা করিতে হইবে। ৬০ ষাইট কলাতে গ্রহদিগের পূর্ণ দৃষ্টি, ৪৫পঁয়তাল্লিশ কলাতে ত্রিপাদ দৃষ্টি, ৩০ ত্রিশ কলাতে অর্দ্ধ দৃষ্টি, ১৫ পনের কলাতে একপাদ দৃষ্টি নির্ণীত আছে। প্রথম চক্র দ্বারা রবি, চন্দ্র, বুধ ও শুক্র এই চারিটী গ্রহের দৃষ্টি গণনা করিতে হইবে। ২য় চক্র দ্বারা মঙ্গলের দৃষ্টি, ৩য় চক্র দ্বারা গুরুর দৃষ্টি, ৪র্থ চক্র দ্বারা শনির দৃষ্টি গণনা করিতে হইবে। যে গ্রহের দৃষ্টি গণনা করিতে হইবে, তাহার নাম দ্রষ্টা আর যে গ্রহের বা ভাবের উপর দৃষ্টি গণনা করিতে হইবে, তাহার নাম দৃশ্য। প্রতি কোষ্ঠায় ১২টী স্তম্ভ আছে, তাহাতে যে ১ এক হইতে ১২ বার স্তম্ভে ১২ বার পর্য্যন্ত অঙ্ক লিখিত আছে, তাহা রাশির অঙ্ক, রাশির অঙ্কের নিম্নে খণ্ডার অঙ্ক, ঐ সকল স্তম্ভের খণ্ডার অঙ্কে যে পরিমাণে অংশ যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে, তাহা ঐ ঐ স্তম্ভের খণ্ডার অঙ্কের নিম্নে লিখিত আছে। এক্ষণে যেরূপে ঐ সকল খণ্ডায় যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে। দ্রষ্টা গ্রহের স্ফুটের রাশ্যাদির অঙ্ক হইতে দৃশ্য গ্রহ বা ভাবের স্ফুটরাশ্যাদিকে বিয়োগ করিলে যে রাশ্যাদির অঙ্ক হইবে, তাহা এক স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার রাশির অঙ্কসংখ্যক স্তম্ভের খণ্ডার অঙ্ক গ্রহণ করিয়া অন্য স্থানে রাখিবে। তৎপরে দেখিবে যে, ঐ খণ্ডার নিম্নে কত পরিমাণে অঙ্কসংখ্যায় যোগ বা বিয়োগ লিখিত আছে, তাহা জানিয়া পূর্ব্বস্থাপিত রাশি অংশাদির রাশি পরিত্যাগ করিয়া অংশকলাদির অঙ্ক গ্রহণ করত হীন বা গুণ করিয়া অন্য স্থানে স্থাপিত খণ্ডার অঙ্কে যোগ বা বিয়োগ করিলে যাহা হইবে, তাহা সেই সেই গ্রহের স্ফুট দৃষ্টি কলাদি হইবে; কিন্তু খণ্ডার নিম্নে ০ শূন্য হইলে যোগ বা বিয়োগ না করিয়া খণ্ডাকেই স্ফুট দৃষ্টি জানিবে। যদি খণ্ডায় ০ শূন্য ও তন্নিম্নে ০ শূন্য থাকে, তবে দৃষ্টি হইবে না। *

* পূর্ব্বে যে চারিটী চক্র অঙ্কিত করা হইয়াছে এবং অন্যপ্রকার যে চারিটী চক্র দৃষ্টি গণনার জন্য উপরে কথিত হইল, এই উভয়ের ফল সমান হইবে।

তোম্বিণীমতে দৃষ্টিগণনার দৃষ্টান্ত।

১৮০৯ শকের ১লা বৈশাখ দিবা দুইপ্রহরের সময় কোন বালকের জন্ম হইলে তাহার কোষ্ঠীর শুভাশুভ ফল গণনার জন্য যেরূপে গ্রহগণের দৃষ্টি গণনা করিতে হয়, তাহা কথিত হইতেছে; এই খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় জন্মকুণ্ডলীর উদাহরণ চক্রে গ্রহগণের তাৎকালিক স্ফুট অঙ্কিত করা হইয়াছে। ঐ কুণ্ডলী দৃষ্টে যেরূপে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র ও শনির দৃষ্টি গণনা করিতে হইবে, তাহার দৃষ্টান্ত যথা—রবিগ্রহ মেষরাশির ০ অংশ, ৫৫ কলা, ৪৬ বিকলাদিতে অবস্থিত, বচনানুসারে স্বস্থানে রবির দৃষ্টি না থাকায় রবির উপর রবির দৃষ্টি ০।০; ঐ স্থান হইতে রবির কি পরিমাণ দৃষ্টি চন্দ্রের উপর নিপতিত হইয়াছে, তাহার গণনার প্রণালী এই যে, রবির স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হইতে চন্দ্রের স্ফুট ৮।৫।৩৯।২ হীন করিলে ৩।২৫।১৬।৪৪ অবশিষ্ট থাকে। পরে ১নং চক্রের লিখিত ঐ ৩রাশির খণ্ডা ১৫ ও অনুখণ্ডা ৩০, ইহাদের পরস্পর অন্তর করিলে ১৫ অবশিষ্ট থাকে, ইহাকে ভোগ্য কহে। অনন্তর ঐ ভোগ্য ১৫ দ্বারা গ্রহস্ফুটের বিয়োগাবশিষ্ট অংশাদি ২৫।১৬।৪৪ কে গুণ করিয়া গুণফল ৩৭৯।১১ কে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ ১২।৩৮ হয়। পরে লব্ধাঙ্ক ধনখণ্ডা অর্থাৎ যোগার্হখণ্ডা হেতু পূর্ব্বোক্ত খণ্ডা ১৫ এর সহিত যোগ করিয়া ২৭।৩৮ হইল, ঐ ২৭ কলা ৩৮ বিকলাই চন্দ্রের প্রতি রবির দৃষ্টি। অর্থাৎ রবি চন্দ্রকে অর্দ্ধাপেক্ষা ২ কলা ২২ বিকলা ন্যূনরূপে দর্শন করিতেছে। ইহার ফলও ঐ পরিমাণেই হইবে।

মঙ্গলের প্রতি রবির দৃষ্টি গণনা করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত রবির স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হইতে ঐ সময়ের মঙ্গলের স্ফুট ০।২।২৭।৪ হীন করিলে ১১।২৮।২৮।৪২ অবশিষ্ট থাকে। পরে ১নং টেবিলের লিখিতানুসারে দেখা যাইতেছে যে, ঐ ১১ রাশির খণ্ডা ০ শূন্য ও অনুখণ্ডা ০ শূন্য, ইহাতে জানা যাইতেছে যে, মঙ্গলের প্রতি রবির দৃষ্টি কিছুমাত্র নাই।

বুধের প্রতি রবির দৃষ্টি গণনা করিতে হইলে রবির স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হইতে বুধের তাৎকালিক স্ফুট ১১।৩।৩৯।১৫ হীন করিলে ০।২৭।১৬।৩১ অবশিষ্ট থাকে, পরে ১নং টেবিলের লিখিতানুসারে দেখা যাইতেছে যে, ঐ ০ অর্থাৎ ১২ রাশির খণ্ডা ০ শূন্য এবং অনুখণ্ডাও ০ শূন্য। ইহাতে জানা গেল যে, ঐ সময় বুধের প্রতি রবির দৃষ্টি কিছুমাত্র নাই।

বৃহস্পতির প্রতি রবির দৃষ্টিগণনা;—রবিস্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হইতে বৃহস্পতির তাৎকালিক স্ফুট ৬।১১।২১।১৮ হীন করিলে ৫।১৯।৩৪।২৮ অবশিষ্ট থাকে। পরে ১নং টেবিলের লিখিতানুসারে দেখা যাইতেছে যে, ঐ ৫ রাশির খণ্ডা ৪৫ ও অনুখণ্ডা ৬০। এই খণ্ডাদ্বয়ের অন্তর অর্থাৎ ভোগ্য ১৫ দ্বারা ঐ অবশিষ্টাঙ্ক ১৯।৩৪।২৮ কে গুণ করিলে গুণফল

২৯৩।৩৭ হয়। ইহাকে ৩০দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ ৯।৪৭ হয়।- পরে পূর্ব্বোক্ত খণ্ডা ৪৫ এর সহিত ঐ ৯।৪৭ যোগ করিলে ৫৪।৪৭ কলাদি হইল, ইহাই বৃহস্পতির প্রতি রবির দৃষ্টি।

শুক্রের প্রতি রবির দৃষ্টিগণনা ;—রবির স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হইতে শুক্রের তাৎকালিক স্ফুট ১।২।৪৮।২৮ হীন করিলে ১০।২৮।৭।১৮ অবশিষ্ট থাকে। পরে দেখা যাইতেছে যে, ১নং টেবিলের লিখিত ঐ ১০ রাশির খণ্ডা ১৫, অনুখণ্ডা ০ শূন্য এবং ভোগ্য ১৫ ; সুতরাং ঐ ভোগ্য দ্বারা অবশিষ্টাঙ্ক ২৮।৭।১৮ কে গুণ করিয়া গুণফলকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ ১৪।৪ হয়। পরে উহা ঋণখণ্ডা হেতু পূর্ব্বোক্ত খণ্ডা ১৫ হইতে ইহা হীন করিলে ০।৫৬ অবশিষ্ট থাকে, ইহাই শুক্রের প্রতি রবির দৃষ্টি।

শনির প্রতি রবির দৃষ্টিগণনা ;—রবির স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হইতে শনির তাৎকালিক স্ফুট ২।২৫।৪৭।৫৮ হীন করিলে ৯।৫।৭।৪৮ অবশিষ্ট থাকে। পরে দেখা যাইতেছে যে, ১নং টেবিলের লিখিত ঐ ৯ রাশির খণ্ডা ৪৫ এবং ভোগ্য ঋণ (বিয়োগার্হ খণ্ডা) ৩০ ; অনন্তর ঐ ৩০ দ্বারা অবশিষ্টাঙ্ক ৫।৭।৪৮ কে গুণ করিয়া গুণফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ ৫।৮ হয়। অনন্তর ঋণখণ্ডা হেতু পূর্ব্বোক্ত খণ্ডা ৪৫ হইতে ৫।৮ হীন করিয়া লব্ধ ৩৯।৫২ হইল, ইহাই শনির প্রতি রবির দৃষ্টি।

লগ্নের উপর রবির দৃষ্টিগণনা ;—রবির স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হইতে লগ্নস্ফুট ৩।৬।২০।৩৪ হীন করিলে ৮।২৪।৩৫।১২ অবশিষ্ট থাকে। পরে ১নং টেবিলের লিখিত ৮ রাশির খণ্ডা ৩০ ও অনুখণ্ডা ৪৫, এই উভয়ের অন্তর অর্থাৎ ভোগ্য ১৫ দ্বারা ঐ রাশ্যাদির অবশিষ্ট অংশাদি ২৪।৩৫।১২ কে গুণ করিলে ৩৬৮।৪৮ গুণফল হয়। অনন্তর ঐ গুণফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ ১২।১৭ হয়, পরে ধনখণ্ডা হেতু ঐ ১২।১৭ কে খণ্ডা ৩০ এর সহিত যোগ করিলে ৪২।১৭ হয়, এই ৪২ কলা ১৭ বিকলাই লগ্নের প্রতি রবির দৃষ্টি।

চন্দ্রের দৃষ্টি-গণনার উদাহরণ।

স্বস্থানে চন্দ্রের দৃষ্টি না থাকায় চন্দ্রের প্রতি চন্দ্রের দৃষ্টি কিছুমাত্র নাই।

রবির প্রতি চন্দ্রের দৃষ্টিগণনা ;—তাৎকালিক চন্দ্রস্ফুট ৮।৫।৩৯।২ হইতে তাৎকালিক রবিস্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হীন করিলে ৮।৪।৪৩।১৬ অবশিষ্ট থাকে। পরে ঐ রাশি ৮ সংখ্যায় ১নং টেবিলের লিখিত খণ্ডা ৩০, অনুখণ্ডা ৪৫, এই উভয়ের অন্তর ১৫ দ্বারা অবশিষ্টাঙ্ক ৪।৪৩।১৬ কে গুণ করিয়া গুণফল ৭০।৪৯ হইল। ঐ ৭০।৪৯ কে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ ২।২২ হয়, ধনখণ্ডা হেতু ঐ ২।২২ কে পূর্ব্বোক্ত খণ্ডা ৩০ এর সহিত যোগ করিলে ৩২।২২ হয়, ঐ ৩২ কলা ২২ বিকলাই রবির উপর চন্দ্রের দৃষ্টি।

যে প্রক্রিয়ানুসারে রবির উপর চন্দ্রের দৃষ্টি গণনা করা হইল, ঐ প্রক্রিয়ানুসারে গণনা করিলে মঙ্গলের উপর চন্দ্রের দৃষ্টি ৩১ কলা, ৩৬ বিকলা ; বুধের প্রতি ৪৩ কলা,

বৃহস্পতির প্রতি ০ শূন্য কলা; শুক্রের প্রতি ২ কলা, ৫০ বিকলা; শনির প্রতি ৪৯ কলা, ৫৬ বিকলা এবং লগ্নের প্রতি চন্দ্রের দৃষ্টি ১৫ কলা, ২১ বিকলা হইবে।

মঙ্গলের দৃষ্টিগণনা।

স্বস্থানে মঙ্গলের দৃষ্টি না থাকায় মঙ্গলের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টি কিছুমাত্র নাই।

চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টিগণনা;—মঙ্গলের তাৎকালিক স্ফুট ০।২।২৭।৪ হইতে চন্দ্রের তাৎকালিক স্ফুট ৮।৫।৩৯।২ হীন করিলে ৩।২৬।৪৮।২ অবশিষ্ট থাকে। পরে ১নং টেবিলের লিখিত ঐ ৩ রাশির খণ্ডা ১৫, অনুখণ্ডা ৩০ এবং এই উভয়ের অন্তর ১৫। ঐ অবশিষ্টাঙ্ক ২৬।৪৮।২ কে ১৫ দ্বারা গুণ করিলে গুণফল ৪০২।০।৩০ হয়, ঐ ৪০২।০।৩০কে ৩০ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ ১৩।২৪ হইল। পরে ধনখণ্ডা হেতু ঐ ১৩।২৪ কে পূর্ব্বোক্ত খণ্ডা ১৫ এর সহিত যোগ করিলে যে ২৮ কলা, ৪৯ বিকলা হয়, উহাই চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টি।

এই প্রকারেই সকল গ্রহের উপর মঙ্গলের দৃষ্টি গণনা করিতে হয়, কেবল যে গ্রহের উপর মঙ্গলের দৃষ্টি গণনা করিতে হইবে, সেই গ্রহের স্ফুটকে মঙ্গলের স্ফুট হইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট রাশ্যাদি যদি ৪।৫।৮।৯ হয়, তবে ২ নং টেবিলের খণ্ডা গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা ১ নং টেবিলের খণ্ডা গ্রহণ করিয়া দৃষ্টি গণনা করিতে হইবে। ২ নং টেবিল গ্রহণ করিয়া যেরূপে দৃষ্টিগণনা করিতে হইবে, তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

মঙ্গলের তাৎকালিক স্ফুট ০।২।২৭।৪ হইতে বৃহস্পতির তাৎকালিক স্ফুট ৬।১১।২১।১৮ হীন করিলে ৫।২১।৫।৪৬ অবশিষ্ট থাকে, পরে ২ নং টেবিলে দেখা যাইতেছে যে, ঐ ৫ রাশির খণ্ডা ৬০, তন্নিম্নস্থ অনুখণ্ডা ৬০ এবং এই উভয়ের অন্তর ০ শূন্য। পরে ঐ শূন্য দ্বারা অবশিষ্টাঙ্ক ২১।৫।৪৬ কে গুণ করিলে গুণফল ০।০ হয়। অনন্তর ঐ ০।০ কে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলেও ০।০ হয় এবং ঐ ০।০ কে খণ্ডা ৬০ এর সহিত যোগ করিলে ৬০।০ হয়, ঐ ৬০ কলাই বৃহস্পতির প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টি; অর্থাৎ মঙ্গল বৃহস্পতিকে সম্পূর্ণ দর্শন করিতেছে।

এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা গণনা করিলে রবির প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টি ০।০, বুধের প্রতি ৪।০, শুক্রের প্রতি ০।১১, শনির প্রতি ৫০।২ এবং লগ্নের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টি ৫৬।৬ হয়।

বুধের দৃষ্টিগণনা।

স্বস্থানে বুধের দৃষ্টি না থাকায় বুধের প্রতি বুধের দৃষ্টি ০।০ অর্থাৎ কিছুমাত্র নাই।

চন্দ্রের প্রতি বুধের দৃষ্টিগণনা; —বুধের তাৎকালিক স্ফুট ১১।৩।৩৯।১৫ হইতে চন্দ্রের

তাৎকালিক স্ফুট ৮।৫।৩৯।২ হীন করিলে ২।২৮।০।১৩ অবশিষ্ট থাকে। পরে ১ নং টেবিলের লিখিত ঐ ২ রাশির খণ্ডা শূন্য, অনুখণ্ডা ১৫, এই উভয়ের অন্তর ১৫ দ্বারা ঐ অবশিষ্টাঙ্ক ২৮।০।১৩ কে গুণ করিলে গুণফল ৪২০।৩।১৫ হয়, ইহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ ১৪।০ হয়। ঐ ১৪ কলা ০ শূন্য বিকলা পূর্ব্বোক্ত খণ্ডা ০ এর সহিত যোগ করিলে ১৪ কলা ০ শূন্য বিকলা হয়, ইহাই চন্দ্রের প্রতি বুধের দৃষ্টি।

এই নিয়মানুসারে গণনা করিলে রবির প্রতি বুধের দৃষ্টি ০।০, মঙ্গলের প্রতি ০।০, বৃহস্পতির প্রতি ৪।১৯, শুক্রের প্রতি ১৪।৩৫, শনির প্রতি ৩৩।২৬ এবং লগ্নের প্রতি বুধের দৃষ্টি ২৭ কলা, ১৯ বিকলা হইবে।

বৃহস্পতির দৃষ্টিগণনা।

স্বস্থানে বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকায় বৃহস্পতির প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি কিছুমাত্র নাই।

রবির প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টিগণনা;—বৃহস্পতির তাৎকালিক স্ফুট ৬।১১।২১।১৮ হইতে রবির তাৎকালিক স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হীন করিলে ৬।১০।২৫।৩২ অবশিষ্ট থাকে। পরে ১নং টেবিলের লিখিত ঐ ৬ রাশির খণ্ডা ৬০, অনুখণ্ডা ০ শূন্য, এই উভয়ের অন্তর ৬০ ভোগ্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অবশিষ্টাঙ্ক ১০।২৫।৩২ কে গুণ করিলে গুণফল ৬২৫।৩২ হয়। অনন্তর ঐ ৬২৫।৩২ কে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ ২০।৫১ হয়; ঋণখণ্ডাহেতু ঐ ২০।৫১ কে পূর্ব্বোক্ত খণ্ডা ৬০ হইতে বিয়োগ করিলে ৩৯ কলা ৯ বিকলা হয়, ইহাই রবির প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি।

এই নিয়মেই অন্যান্য গ্রহের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টিগণনা করিতে হয়, কেবল প্রভেদ এই যে, যে গ্রহের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টিগণনা করিতে হইবে, সেই গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদিকে বৃহস্পতির স্ফুটরাশ্যাদি হইতে হীন করিলে যদি ৩।৪।৭।৮ রাশি অবশিষ্ট হয়, তবে ৩ নং টেবিলের খণ্ডা গ্রহণ করিবে। ঐ ৩ নং টেবিলের খণ্ডা গ্রহণ করিয়া যেরূপে বৃহস্পতির দৃষ্টি গণনা করিতে হয়, তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করাইবার জন্য নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে যথা;—

শনির প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি গণনা;—বৃহস্পতির তাৎকালিক স্ফুট ৬।১১।২১।১৮ হইতে শনির তাৎকালিক স্ফুট ২।২৫।৪৭।৫৮ হীন করিলে ৩।১৫।৩৩।২০ অবশিষ্ট থাকে। পরে ৩ নং টেবিলের লিখিত ঐ ৩ রাশির খণ্ডা ১৫, অনুখণ্ডা ৬০ এবং ভোগ্য ৪৫। ঐ ভোগ্য ৪৫ দ্বারা অবশিষ্টাঙ্ক ১৫।৩৩।২০ কে গুণ করিলে গুণফল ৭০০ হয়। ঐ ৭০০ কে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ ২৩।২০ হইবে, অনন্তর ধনখণ্ডাহেতু ঐ ২৩।২০ কে পূর্ব্বোক্ত খণ্ডা ১৫ এর সহিত যোগ করিলে ৩৮।২০ হয়, ইহাই শনির প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি।

এই নিয়মানুসারে গণনা করিলে চন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি ১২।১৯, মঙ্গলের প্রতি

৪২।১২, বুধের প্রতি ১৫।২৪, শুক্রের প্রতি ৪৯।১৬ এবং লগ্নের প্রতি ২২ কলা, ৩০ বিকলা হইবে।

শুক্রের দৃষ্টিগণনা।

স্বস্থানে শুক্রের দৃষ্টি না থাকায় শুক্রের প্রতি শুক্রের দৃষ্টি কিছুমাত্র নাই।

যেরূপে রবি ও চন্দ্রের দৃষ্টিগণনা করা হইয়াছে, সেইরূপেই শুক্রের দৃষ্টিগণনা করিতে হইবে। ঐ নিয়মানুসারে গণনা করিলে রবির প্রতি শুক্রের দৃষ্টি ০।০, চন্দ্রের প্রতি ৪৩।৩৪, মঙ্গলের প্রতি ০।০, বুধের প্রতি ০।০, বৃহস্পতির প্রতি ০।০, শনির প্রতি ১১।৩০ এবং লগ্নের প্রতি শনির দৃষ্টি ১৮।৩২ হইবে।

শনির দৃষ্টিগণনা।

স্বস্থানে শনির দৃষ্টি না থাকায় শনির প্রতি শনির দৃষ্টি কিছুমাত্র নাই।

যে নিয়মানুসারে রবি, চন্দ্র ও বুধের দৃষ্টিগণনা করা হইয়াছে, সেই নিয়মেই শনির দৃষ্টিগণনা করিতে হইবে, কিন্তু যে গ্রহের উপর শনির দৃষ্টিগণনা করিতে হইবে, সেই গ্রহের স্ফুট শনির স্ফুট হইতে বিয়োগ করিলে যদি ২।৩।৯।১০ রাশি অবশিষ্ট থাকে, তবে ৪ নং টেবিলের খণ্ডা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ গণনা করিবে; নতুবা ১ নং টেবিলেরই খণ্ডা গ্রহণ পূর্ব্বক যথানিয়মে শনির দৃষ্টিগণনা করিতে হইবে।

ঐ ৪ নং টেবিলের খণ্ডা গ্রহণ করিয়া যেরূপে শনির দৃষ্টি গণনা করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত,—

শনির তাৎকালিক স্ফুট ২।২৫।৪৭।৫৮ হইতে রবির তাৎকালিক স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হীন করিলে ২।২৪।৫২।১২ অবশিষ্ট থাকে। পরে ৪ নং টেবিলের লিখিত ঐ ২ রাশির খণ্ডা ০ শূন্য, অনুখণ্ডা ৬০, এই উভয়ের অন্তর ভোগ্য ৬০ দ্বারা অবশিষ্টাঙ্ক ২৪।৫৩।১২ কে গুণ করিলে ১৪৯২।১২ হয়, ঐ গুণফলকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ ৪৯।৪৪ হয়, অনন্তর ৪৯।৪৪ কে পূর্ব্বোক্ত খণ্ডা ০ এর সহিত যোগ করিলে যে ৪৯ কলা, ৪৪ বিকলা হয়, ইহাই রবির প্রতি শনির দৃষ্টি।

এইরূপে গণনা করিয়া স্থির হইল যে, চন্দ্রের প্রতি শনির দৃষ্টি ১৯।৪২, মঙ্গলের প্রতি ৪৬।১২, বুধের প্রতি ৩৭।৫১, বৃহস্পতির প্রতি ৩৭।১০, শুক্রের প্রতি ০।০ এবং লগ্নের প্রতি ০ কলা, ০ বিকলা।

গ্রহগণের পরস্পরের উপর দৃষ্টিগণনা করিয়া যেরূপে জন্মপত্রিকা অর্থাৎ কোষ্ঠীতে চক্র অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে দৃষ্টির পরিমাণ লিখিতে হয়, তদ্বিষয় পাঠকগণের বিদিতার্থ নিম্নে একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে উপরিলিখিত দৃষ্টির অঙ্ক সকল সন্নিবেশিত করা হইল।

দৃষ্টিসন্নিবেশের চক্র।

	রবেঃ	চন্দ্রস্য	মঙ্গলস্য	বুধস্য	গুরোঃ	শুক্রস্য	শনেঃ
রবৌ	০।০	৩২।২৩	০।০	০।০	৩৯।৯	০।০	৪৯।৪৪
চন্দ্রে	২৭।৩৮	০।০	২৮।২৪	১৪।০	১২।১৯	৪৩।৩৪	১৯।৪২
মঙ্গলে	০।০	৩১।৩৬	০।০	০।০	৪২।১২	০।০	৪৬।৪২
বুধে	০।০	৪৩।০	০।০	০।০	১৫।২৪	০।০	৩৭।৫১
গুরৌ	৫৪।৪৭	০।০	৬০।০	৪১।৯	০।০	৪০।৪০	৩৭।১০
শুক্রে	০।৫৬	২।৫০	০।১১	১৪।৩৫	৪৯।১১	৯।০	০।০
শনৌ	৩০।৫২	৪৯।৫৬	৫০।২	৩৩।২৬	৩৮।২০	১১।৩০	০।০
লগ্নে	৪২।১৭	১৫।২১	৫৬।৬	২৭।১৯	২২।৩০	১৮।৩২	০।০

এই চক্রের প্রথম কলমে রবি হইতে লগ্ন পর্য্যন্ত বিন্যস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় কলমে রবি ও প্রথম কলমের লিখিত গ্রহগণের উপর রবির দৃষ্টির পরিমাণ কলাঙ্ক এবং তৃতীয় কলমে চন্দ্রের দৃষ্টির কলাঙ্ক সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐরূপ চতুর্থ কলমে মঙ্গলের, পঞ্চম কলমে বুধের, ষষ্ঠ কলমে বৃহস্পতির, সপ্তম কলমে শুক্রের এবং অষ্টম কলমে শনির দৃষ্টির অঙ্ক-সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। যথা—ষষ্ঠ কলমের প্রথম কোঠায় রবির উপর বৃহস্পতির দৃষ্টি ৩৯ কলা, ৯ বিকলা; তন্নিম্নে দ্বিতীয় কোঠায় চন্দ্রের উপর ১২ কলা, ১৯ বিকলা; তন্নিম্নে তৃতীয় কোঠায় মঙ্গলের উপর ৪২ কলা, ১২ বিকলা; তন্নিম্নে ৪র্থ কোঠায় বুধের উপর ১৫ কলা, ২৪ বিকলা; তন্নিম্নে ৫মে বৃহস্পতির উপর ০ শূন্য; তন্নিম্নে ৬ঠে শুক্রের উপর ৪৯ কলা, ১৬ বিকলা; তন্নিম্নে ৭মে শনির উপর ৩৮ কলা, ২০ বিকলা এবং তন্নিম্নে ৮ম কোঠায় লগ্নের উপর ১৮ কলা, ৩২ বিকলা দৃষ্টি বিন্যস্ত হইয়াছে। এইরূপ চক্রদৃষ্টে অন্যান্য গ্রহের দৃষ্টির কলার পরিমাণ হইবে।

যেরূপে গ্রহগণের দৃষ্টিগণনা করিতে হয় এবং ঐ দৃষ্টিগণনা করিয়া যে প্রণালীতে জন্মপত্রিকায় চক্রমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হয়, তাহা দৃষ্টান্তসমেত বিশেষরূপে বর্ণিত হইল; কিন্তু কোন্ গ্রহ কতদূর বলবান্ তাহা না জানিলে প্রশ্ন বা জাতবালকের শুভাশুভ ফল উত্তমরূপে কথিত হইতে পারে না; এজন্য যেরূপে গ্রহগণের বলগণনা করিতে হয়, তাহা দৃষ্টান্তসহ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

তুঙ্গ কথন।

আদিত্যমেষে বৃষভে শশাঙ্কে কন্যাগতে জ্ঞে চ গুরৌ কুলীরে।
মীনে চ শুক্রে মকরে মহীজে শনৌ তুলায়ামিতি তুঙ্গগেহাঃ॥

রবির মেষ, চন্দ্রের বৃষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির কর্কট, শুক্রের মীন এবং শনির তুলা তুঙ্গস্থান।

উচ্চ ও নীচ স্থান।

সূর্য্যের মেষরাশি উচ্চস্থান, ঐ রাশির দশ অংশকে উচ্চাংশ কহে। বৃষ রাশি চন্দ্রের উচ্চস্থান, উচ্চাংশ তিন। মঙ্গলের উচ্চ স্থান মকর, উচ্চাংশ আটাইস। বুধের উচ্চস্থান কন্যা, উচ্চাংশ পঞ্চদশ। বৃহস্পতির উচ্চস্থান কর্কট, উচ্চাংশ পাঁচ। শুক্রের উচ্চস্থান মীন, উচ্চাংশ সপ্তবিংশতি। শনির উচ্চস্থান তুলা, উচ্চাংশ বিংশতি। ইহার অপর নাম তুঙ্গ।

সূর্য্যের তুলারাশি নীচ স্থান, ঐ রাশির দশ অংশকে নীচাংশ কহে। বৃশ্চিক রাশি চন্দ্রের নীচ স্থান, নীচাংশ ঐ রাশির তিন অংশ। মঙ্গলের নীচ স্থান কর্কট, নীচাংশ আটাইস। বুধের নীচ স্থান মীন, নীচাংশ পঞ্চদশ। বৃহস্পতির নীচ স্থান মকর, নীচাংশ পাঁচ। শুক্রের নীচ স্থান কন্যা, নীচাংশ সপ্তবিংশতি এবং শনির নীচ স্থান মেষ, নীচাংশ বিংশতি।

গ্রহগণের উচ্চাংশ।

	রাশি,	অংশ,		রাশি,	অংশ,
রবি	০	১০			
চন্দ্র	১	৩	বৃহস্পতি	৩	৫
মঙ্গল	৯	২৮	শুক্র	১১	২৭
বুধ	৫	১৫	শনি	৬	২০

গ্রহগণের নীচাংশ।

	রাশি,	অংশ,		রাশি,	অংশ,
রবি	৬	১০	বুধ	১১	১৫
চন্দ্র	৭	৩	বৃহস্পতি	৯	৫
মঙ্গল	৩	২৮	শুক্র	৫	২৭
			শনি	০	২০

গ্রহবীর্য্যং বিনা যস্মাজ্জায়তে ন দশাক্রমঃ।
তস্মাদানয়নং তস্য ষড়্‌বলস্য বদাম্যহম্‌॥

গ্রহগণের বল ব্যতীত দশা সংস্থাপনের ক্রম হয় না; একারণ ষড়্‌বলসাধনের উপায় বলিতেছি।

নীচান্তরখগস্যাংশস্ত্র্যাপ্তস্তুঙ্গবলং ভবেৎ।

গ্রহদিগের তুঙ্গবল কথিত হইতেছে। যখন যে গ্রহের তুঙ্গবল সাধন করিতে হইবে, তখন সেই গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি হইতে স্বীয় নীচাংশ হীন করিয়া যদি শেষ রাশ্যাদি থাকে, তবে রাশিকে ত্রিশ দিয়া পূরণ করিয়া অংশের সহিত যোগ করিবে। যদি অন্তর করিবার সময় গ্রহস্ফুটাপেক্ষা নীচ রাশ্যাদি অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ নীচ রাশ্যংশকে উপরে সংস্থাপন করিয়া অন্তর করিবে। অন্তর করিলে যদি অবশেষ ছয় রাশি অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে দ্বাদশ রাশি হইতে পুনরায় তাহা বাদ দিবে। পুনরায় যদি রাশি শেষ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ত্রিশ দ্বারা পূরণ করিয়া অংশের সহিত যোগ করত ৩ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সেই গ্রহের তুঙ্গবল।

দৃষ্টান্ত।

রবির নীচাংশ ৬ রাশি ১০ অংশ হইতে রবির তাৎকালিক স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ হীন করিলে ৩।৯।৪।১৪ অবশিষ্ট থাকে, ইহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ৫৬ কলা, ৫৯ বিকলা লব্ধ হয়; ইহাই রবির তুঙ্গবল।

চন্দ্রের তুঙ্গবল সাধন—চন্দ্রের নীচাংশ ৭ রাশি ৩ অংশকে চন্দ্রের তাৎকালিক স্ফুট ৮।৫।৩৯।১২ হইতে হীন করিলে ১।২।৩৯।১২ অবশিষ্ট থাকে, উহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ১০ কলা, ৫৩ বিকলা লব্ধ হয়, ইহাই চন্দ্রের তুঙ্গবল।

মঙ্গলের তুঙ্গবল সাধন;—মঙ্গলের নীচাংশ ৩ রাশি ২৮ অংশ হইতে মঙ্গলের তাৎকালিক স্ফুট ০।২।২৭।৪ কে হীন করিলে ৩।২৫।৩২।৫৬ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে যে ৩৮ কলা, ৩১ বিকলা লব্ধ হয়, তাহাই মঙ্গলের তুঙ্গবল।

বুধের তুঙ্গবল ;—বুধের নীচাংশ ১১ রাশি ১৫ অংশ হইতে বুধের তাৎকালিক স্ফুট ১১।৩।৩৯।১৫ রাশ্যাদিকে হীন করিলে যে ০।১১।২০।৪৫ রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ৩।৪৭ কলাদি লব্ধ হয়, ইহাই বুধের তুঙ্গবল।

বৃহস্পতির তুঙ্গবল ;—বৃহস্পতির নীচাংশ ৯ রাশি ৫ অংশ হইতে বৃহস্পতির তাৎকালিক স্ফুট ৬।১১।২১।১৮ রাশ্যাদি হীন করিলে ২।২৩।৩৮।৪ অবশিষ্ট থাকে। পরে ঐ অবশিষ্টাঙ্ককে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ২৭ কলা ৫৩ বিকলা লব্ধ হয়, ঐ ২৭।৫৩ কলাদিই বৃহস্পতির তুঙ্গবল।

শুক্রের তুঙ্গবল ;—শুক্রের নীচাংশ ৫ রাশি ২৭ অংশ হইতে শুক্রের তাৎকালিক স্ফুট ১।২।৪৮।২৮ রাশ্যাদি হীন করিলে ৪।২৪।১১।৩২ রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকে। পরে ঐ ৪।২৪।১১।৩২ রাশ্যাদিকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে যে ৪৮ কলা ৪ বিকলা লব্ধ হয়, তাহাই শুক্রের তুঙ্গবল।

শনির তুঙ্গবল ;—শনির তাৎকালিক স্ফুট ২।২৫।৪৭।৫৮ রাশ্যাদি হইতে শনির নীচাংশ ০ রাশি ২০ অংশ হীন করিলে ২।৫।৪৭।৫৮ রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকে, পরে ঐ ২।৫।৪৭।৫৮ রাশ্যাদিকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে যে ২১।৫৬ কলাদি লব্ধ হয়, ঐ ২১ কলা, ৫৬ বিকলাই শনির তুঙ্গবল।

১৮০৯ শকের ১লা বৈশাখ দিবা দুইপ্রহর সময়ে কোন বালকের জন্ম হইলে তাহার তুঙ্গবল যেরূপে গণনা করিতে হয়, তাহা বলা হইল; এক্ষণ মূলত্রিকোণাদি বলসকল যেরূপে গণনা করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত মূল বচনসমেত কথিত হইতেছে।

অগ্রে মূলত্রিকোণাদির বিবরণ বিবৃত করিয়া তৎপর তাহাদিগের বলগণনার সঙ্কেত বলা হইবে।

মেষ রাশি মঙ্গলের মূলত্রিকোণ। বৃষ রাশি চন্দ্রের মূলত্রিকোণ। সিংহ রাশি রবির, কন্যারাশি বুধের, তুলারাশি শুক্রের, ধনু রাশি বৃহস্পতির এবং কুম্ভ রাশি শনির মূলত্রিকোণ হয়।

গ্রহদিগের নৈসর্গিক মিত্রকথন।

রবির মিত্র, চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি। চন্দ্রের মিত্র রবি এবং বুধ। মঙ্গলের মিত্র রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি। বুধের মিত্র রবি ও শুক্র। বৃহস্পতির মিত্র, সূর্য্য, চন্দ্র ও মঙ্গল। শুক্রের মিত্র বুধ ও শনি। শনির মিত্র বুধ ও শুক্র।

নৈসর্গিক শত্রুকথন।

রবির শত্রু শুক্র। চন্দ্রের শত্রু নাই। মঙ্গলের শত্রু বুধ। বুধের শত্রু চন্দ্র। বৃহস্পতির শত্রু বুধ ও শুক্র। শুক্রের শত্রু রবি ও চন্দ্র। শনির শত্রু রবি, মঙ্গল ও চন্দ্র।

নৈসর্গিক সমকথন।

রবির সম বুধ। চন্দ্রের সম মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। মঙ্গলের সম শনি ও শুক্র। বুধের সম মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। বৃহস্পতির সম শনি। শুক্রের সম বৃহস্পতি ও মঙ্গল। শনির সম বৃহস্পতি।

তাৎকালিক শত্রু ও মিত্রকথন।

জন্মকালে, কিম্বা প্রশ্নকালে, কিম্বা বিবাহাদিকালে কিম্বা কোন সময় গ্রহগণের তাৎকালিক মিত্রামিত্র জানিতে হইলে তাহা জানার নিয়ম এই যে, সেই সময় যে রাশিতে যে গ্রহ থাকিবে, সেই রাশি হইতে গণনা করিয়া চতুর্থ, দ্বিতীয়, দ্বাদশ, তৃতীয়, একাদশ ও দশম স্থানে যে যে গ্রহ থাকিবে, তাহারা পরস্পর মিত্র হইবে, তদ্ভিন্ন শত্রু।

মিত্রাদিচক্রম্।

	রবেঃ	চন্দ্রস্য	মঙ্গলস্য	বুধস্য	গুরোঃ	শুক্রস্য	শনেঃ
নৈসর্গিক-মিত্রং	চং মং বৃ	র বু	র চং বৃ	র শু	র চং মং	বু শ	বু শু
নৈসর্গিক-শত্রুঃ	শু শ	০	বু	চং	বু শু	র চং	র চং মং
নৈসর্গিক-সমঃ	বু	মং বৃ শু শ	শু শ	মং বৃ শ	শ	মং বৃ	বৃ
তাৎকালিক-মিত্রং	বু শু শ	বু বৃ	বু শু শ	র চং মং শু শ	চং	র মং বু শ	র মং বু শু
তাৎকালিক-শত্রুঃ	চং মং বৃ	র মং শু শ	র চং বৃ	বৃ	র মং বু শু শ	চং বৃ	চং বৃ
অধিমিত্রং	০	বু	০	র শু	চং	বু শ	বু শু
মিত্রং	বু	বৃ	শু শ	মং শ	০	মং	০
অধিশত্রুঃ	০	০	০	০	বু শু	চং	চং
শত্রুঃ	০	মং শু শ	০	বৃ	শ	বৃ	বু
সমঃ	চং মং বৃ শু শ	র	র চং বু বৃ	চং	র মং	র	র মং

অধিমিত্রাদিকথন।

যে গ্রহ যে গ্রহের নৈসর্গিক মিত্র, সম ও শত্রু বলিয়া অভিহিত হয়, যদি সেই গ্রহ তাৎকালিক মিত্র হয়, তবে যথাক্রমে অধিমিত্র, মিত্র ও সম হইবে। আর যে গ্রহ স্বাভাবিক শত্রু, সম ও মিত্র বলিয়া কথিত হয়, সেই গ্রহ তাৎকালিক শত্রু হইলে যথাক্রমে অধিশত্রু, শত্রু এবং সম হইবে। অর্থাৎ নৈসর্গিক মিত্র গ্রহ তাৎকালিক মিত্র হইলে অধিমিত্র; সমগ্রহ তাৎকালিক মিত্র হইলে মিত্র; শত্রু গ্রহ তাৎকালিক মিত্র হইলে সম হইবে এবং নৈসর্গিক শত্রুগ্রহ তাৎকালিক শত্রু হইলে অধিশত্রু; সমগ্রহ তাৎকালিক শত্রু হইলে শত্রু ও মিত্রগ্রহ তাৎকালিক শত্রু হইলে সম হইবে।

মিত্র, শত্রু, সম, তাৎকালিক মিত্র, শত্রু এবং অধিমিত্রাদি গণিত করিয়া যেরূপে জন্মপত্রিকাতে চক্র অঙ্কিত করিতে হয়, উপরে মিত্রাদি চক্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্ষেত্রকথন।

মেষ মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষ শুক্রের ক্ষেত্র, মিথুন বুধের ক্ষেত্র, কর্কট চন্দ্রের ক্ষেত্র, সিংহ রবির ক্ষেত্র, কন্যা বুধের ক্ষেত্র, তুলা শুক্রের ক্ষেত্র, বৃশ্চিক মঙ্গলের ক্ষেত্র, ধনু বৃহস্পতির ক্ষেত্র, মকর ও কুম্ভ শনির ক্ষেত্র এবং মীন রাশি বৃহস্পতির ক্ষেত্র।

হোরাকথন।

রাশির অর্দ্ধাংশের নাম হোরা। তন্মধ্যে বিষম রাশির প্রথম অর্দ্ধাংশে রবির হোরা, দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশে চন্দ্রের এবং সমরাশির প্রথম অর্দ্ধাংশে চন্দ্রের হোরা ও দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশে রবির হোরা জানিবে।

দ্রেক্কাণকথন।

রাশির তিন অংশের এক এক অংশকে দ্রেক্কাণ কহে। তন্মধ্যে যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি, সেই গ্রহই সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি। সেই রাশি হইতে গণনায় যে রাশি পঞ্চম হইবে, সেই রাশির অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি এবং যে গ্রহ তাহার নবম রাশির অধীশ্বর, সেই গ্রহই তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি।

সপ্তাংশকথন।

রাশির সপ্তম ভাগের এক ভাগের নাম সপ্তাংশ। মেষ রাশির সপ্তাংশ মেষরাশি হইতে, বৃষ রাশির বৃশ্চিক হইতে, মিথুনের মিথুন, কর্কটের মকর, সিংহের সিংহ, কন্যার মীন, তুলার তুলা, বৃশ্চিকের বৃষ, ধনুর ধনু, মকরের কর্কট, কুম্ভের কুম্ভ এবং মীনের কন্যারাশি হইতে সপ্তাংশ বিবেচনা করিবে।

স্পষ্টার্থ;—মেষ রাশির সপ্তাংশ গণনা করিবার জন্য মেষ রাশির ত্রিশ অংশকে সাত ভাগ করিলে মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গলই তাহার প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি হন।

ঐরূপ বৃষের অধিপতি শুক্র দ্বিতীয় সপ্তাংশের, মিথুনের অধিপতি বুধ তৃতীয় সপ্তাংশের, কর্কটের অধিপতি চন্দ্র চতুর্থ সপ্তাংশের, সিংহের অধিপতি রবি পঞ্চম সপ্তাংশের, কন্যার অধিপতি বুধ ষষ্ঠ সপ্তাংশের এবং তুলারাশির অধিপতি শুক্র সপ্তম সপ্তাংশের অধিপতি। ঐরূপ বৃষ রাশির সপ্তাংশ গণনা করিতে হইলে বৃষ রাশির ৩০ অংশকে সাত ভাগ করিলে বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল তাহার প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি হন এবং ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি দ্বিতীয় সপ্তাংশের, শনি তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাংশের, বৃহস্পতি পঞ্চম সপ্তাংশের, মঙ্গল ষষ্ঠ সপ্তাংশের ও শুক্র সপ্তম সপ্তাংশের অধিপতি। এইরূপে উপরের লিখিত নিয়মানুসারে অন্যান্য রাশির সপ্তাংশ স্থির করিতে হইবে।

নবাংশ।

রাশির নবম ভাগের এক ভাগের নাম নবাংশ। মেষ, সিংহ, ধনু এই তিন রাশির মেষাবধি করিয়া নবাংশ গণনা করিবে অর্থাৎ ঐ তিন রাশির প্রথমাংশ মেষ এবং মেষের অধীশ্বর মঙ্গল, ঐ মঙ্গলই প্রথমাংশের অধীশ্বর হয়েন। দ্বিতীয়াংশ বৃষ, ঐ রাশির অধিপতি শুক্র, শুক্রই দ্বিতীয়াংশের অধিপতি হয়েন। তৃতীয়াংশ মিথুন, মিথুনের অধিপতি বুধ, বুধই তৃতীয়াংশের অধিপতি হয়েন। এই প্রকার মেষাদি নয় রাশির অংশ ক্রমে যে যে রাশির যে যে গ্রহ অধিপতি হয়েন, তাহারা সেই সেই অংশের অধিপতি হন। এইরূপ মকর, বৃষ, কন্যা তিন রাশির মকরাদি করিয়া; তুলা, কুম্ভ, মিথুন তিন রাশির তুলাবধি করিয়া এবং কর্কট, বৃশ্চিক, মীন এই তিন রাশির কর্কটাবধি করিয়া নবাংশ গণনা করিবে।

দ্বাদশাংশকথন।

রাশিকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম দ্বাদশাংশ। যে রাশির দ্বাদশাংশ নিরূপণ করিতে হইবে, যে গ্রহ সেই রাশির অধিপতি, সেই গ্রহই প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি হইবে। আর যে গ্রহ সেই রাশির দ্বিতীয় রাশির অধিপতি, সেই গ্রহই দ্বিতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি হইবে, এইরূপে পর পর সমস্ত দ্বাদশাংশের অধিপতি নির্ণয় করিতে হইবে।

ত্রিশাংশকথন।

রাশির ত্রিশ ভাগের এক এক ভাগকে ত্রিংশাংশ কহে। বিষম রাশির অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু এবং কুম্ভ এই কয় রাশির প্রথম পাঁচ অংশ পর্য্যন্ত ত্রিংশাংশের অধিপতি মঙ্গল। তাহার পর পঞ্চম অংশ পর্য্যন্ত শনির, তৎপরে অষ্টম অংশ বৃহস্পতির. তদনন্তর সপ্তম অংশ বুধের এবং তৎপরে পঞ্চম অংশ শুক্রের ত্রিংশাংশ। আর সম রাশিতে ঠিক উহার বিপরীতভাবে ত্রিংশাংশ বসিবে, অর্থাৎ সম রাশিতে প্রথম পঞ্চম অংশ শুক্রের, তাহার পর পঞ্চম ভাগ বুধের, তাহার পর অষ্টম অংশ বৃহস্পতির, তাহার পর সপ্তম ভাগ শনির এবং তদনন্তর পঞ্চম অংশ মঙ্গলের ত্রিংশাংশ হইবে।

ক্ষেত্র হইতে দ্বাদশাংশের চক্র।

	ক্ষেত্র	১ হোরা	২ হোরা	১ দ্রেক্কাণ	২ দ্রেক্কাণ	৩ দ্রেক্কাণ	১ নবাংশ	২ নবাংশ	৩ নবাংশ	৪ নবাংশ	৫ নবাংশ	৬ নবাংশ	৭ নবাংশ	৮ নবাংশ	৯ নবাংশ	১ দ্বাদশাংশ	২ দ্বাদশাংশ	৩ দ্বাদশাংশ	৪ দ্বাদশাংশ	৫ দ্বাদশাংশ	৬ দ্বাদশাংশ	৭ দ্বাদশাংশ	৮ দ্বাদশাংশ	৯ দ্বাদশাংশ	১০ দ্বাদশাংশ	১১ দ্বাদশাংশ	১২ দ্বাদশাংশ
অংশ	৩০	১৫	৩০	১০	২০	৩০	৩।২০	৬।৪০	১০।০	১৩।২০	১৬।৪০	২০।০	২৩।২০	২৬।৪০	৩০।০	২।৩০	৫।০	৭।৩০	১০।০	১২।৩০	১৫।০	১৭।৩০	২০।০	২২।৩০	২৫।০	২৭।৩০	৩০।০
মেষ	ম	র	চং	ম	র	বৃ	ম	শু	বু	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	ম	শু	বু	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ
বৃষ	শু	চং	র	শু	বু	শ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চং	র	বু	শু	বু	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম
মিথুন	বু	র	চং	বু	শু	শ	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	বু	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু
কর্কট	চ	চং	র	চং	ম	বৃ	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু
সিংহ	র	র	চং	র	বৃ	ম	ম	শু	বু	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চং
কন্যা	বু	চং	র	বু	শ	শু	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চং	বু	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চং	র
তুলা	শু	র	চং	শু	শ	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চং	র	বু
বৃশ্চিক	ম	চং	র	ম	বৃ	চং	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চং	র	বু	শু
ধনু	বৃ	র	চং	বৃ	ম	র	ম	শু	বু	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চং	র	বু	শু	ম
মকর	শ	চং	র	শ	শু	বু	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চং	র	বু	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চং	র	বু	শু	ম	বৃ
কুম্ভ	শ	র	চং	শ	বু	শু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	শ	বৃ	ম	শু	বু	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	শ
মীন	বৃ	চং	র	বৃ	চং	ম	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	বৃ	ম	শু	বৃ	চং	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ

সপ্তাংশচক্র।

রাশি	১ সপ্তাংশ ৪।১৭।৮।৩৪	২ ঐ ৮।৩৪।১৭।৮	৩ ঐ ১২।৫১।২৫।৪২	৪ ঐ ১৭।৮।৩৪।১৭	৫ ঐ ২১।২৫।৪২।৫১	৬ ঐ ২৫।৪২।৫১।২৫	৭ ঐ ৩০।০।০।০
মেষ	মং	শু	বু	চং	র	বু	শু
বৃষ	মং	বৃ	শ	শ	বৃ	মং	শু
মিথুন	বু	চং	র	বু	শু	মং	বৃ
কর্কট	শ	শ	বৃ	মং	শু	বু	চং
সিংহ	র	বু	শু	মং	বৃ	শ	শ
কন্যা	বৃ	মং	শু	বু	চং	র	বু
তুলা	শু	মং	বৃ	শ	শ	বৃ	মং
বৃশ্চিক	শু	বু	চং	র	বু	শু	মং
ধনু	বৃ	শ	শ	বৃ	মং	শু	বু
মকর	চং	র	বু	শু	মং	বৃ	শ
কুম্ভ	শ	বৃ	মং	শু	বু	চং	র
মীন	বু	শু	মং	বৃ	শ	শ	বৃ

ত্রিংশাংশচক্র।

রাশি	১ ত্রিংশাংশ	২ ত্রিংশাংশ	৩ ত্রিংশাংশ	৪ ত্রিংশাংশ	৫ ত্রিংশাংশ
মেষ	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
বৃষ	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম
মিথুন	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
কর্কট	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম
সিংহ	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
কন্যা	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম
তুলা	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
বৃশ্চিক	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম
ধনু	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
মকর	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম
কুম্ভ	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
মীন	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম

ক্ষেত্র হইতে দ্বাদশাংশের চক্রের বিবরণ।

এই চক্রের প্রথম কলমে দ্বাদশ রাশির নাম, দ্বিতীয় কলমে ঐ সকল রাশির অধিপতির নাম, ৩য় কলমে হোরাধিপতির নাম, চতুর্থ কলমে দ্রেক্কাণাধিপতির নাম, ৫ম কলমে নবাংশাধিপতির নাম এবং ৬ষ্ঠ কলমে ঐ সকল রাশির দ্বাদশাংশাধিপতির নাম

বিন্যস্ত হইয়াছে। এই সকল অধিপতির নামের উপরিভাগে অংশাদির অঙ্ক লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টি করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে।

সপ্তাংশ ও ত্রিংশাংশচক্রের বিবরণ।

সপ্তাংশ চক্রের ১ম কলমে মেষ হইতে মীন রাশির নাম, ২য় কলমে প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি, ৩য় কলমে ২য় সপ্তাংশের অধিপতি, ৪র্থ কলমে ৩য় সপ্তাংশের, ৫ম কলমে ৪র্থ সপ্তাংশের, ৬ষ্ঠ কলমে ৫ম সপ্তাংশের, ৭ম কলমে ৬ষ্ঠ সপ্তাংশের এবং ৮ম কলমে সপ্তম সপ্তাংশের অধিপতি লিখিত হইয়াছে এবং ত্রিংশাংশ চক্রের ১ম কলমে মেষরাশির ১ম ত্রিংশাংশ হইতে ৫ম ত্রিংশাংশের অধিপতি এবং ২য় কলম হইতে ১২শ কলমে যথাক্রমে মীন পর্য্যন্ত রাশি সকলের ১ম হইতে ৫ম ত্রিংশাংশের অধিপতি বিন্যস্ত হইয়াছে। দৃষ্টি করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে।

মূলত্রিকোণে বাণাব্ধী তদর্দ্ধমধিমিত্রভে। স্বগৃহে স্যাদ্বলং ত্রিংশৎ তদর্দ্ধং মিত্রমন্দিরে। তদর্দ্ধং সমরাশৌ স্যাত্তদর্দ্ধং শত্রুমন্দিরে। তদর্দ্ধমধিশত্রৌ স্যাদ্ গ্রাহ্যং তৎ সপ্তবর্গজম্ ॥

স্থানবল উক্ত হইতেছে। গ্রহ যদি স্বীয় মূলত্রিকোণ গৃহে থাকে, তাহা হইলে তাহার ৪৫ কলা ত্রিপাদ বল, যদি অধিমিত্রগৃহে থাকে, তাহা হইলে উক্ত বলের অর্দ্ধ ২২।৩০ কলা বল, যদি স্বীয় গৃহে থাকে, তাহা হইলে তাহার ৩০ কলা অর্দ্ধ বল, আর যদি মিত্রগৃহে থাকে, তাহা হইলে ১৫ কলা পাদ বল, যদি সমগ্রহের গৃহে থাকে, তাহা হইলে উক্ত পাদবলের অর্দ্ধ ৭।৩০ কলা, শত্রুগ্রহের গৃহে থাকিলে পাদার্দ্ধার্দ্ধ ৩।৪৫ কলা বল এবং অধিশত্রু গ্রহের গৃহে থাকিলে সেই গ্রহের পাদার্দ্ধার্দ্ধার্দ্ধ ১।৫২।৩০ কলা বল হয়। উক্ত রীতি অনুসারে গ্রহদিগের অধিষ্ঠিত ক্ষেত্রাদির অধিপতি গ্রহের সহিত মিত্রা-মিত্রাদি বিবেচনা করিয়া সপ্তবর্গের বল সাধন করিবে।

মূলত্রিকোণাদি বলগণনার দৃষ্টান্ত।

পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে জানা যাইতেছে যে, মঙ্গল নিজ মূলত্রিকোণে অবস্থিত, অতএব তাহার বল ৪৫ কলা ০ বিকলা।

ক্ষেত্রবল;—পূর্ব্বোক্ত জন্মকুণ্ডলীর চক্রদৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, রবি মেষরাশিতে মঙ্গলের ক্ষেত্রে অবস্থিত। মিত্রাদি-চক্র-দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, মঙ্গল রবির সম; অতএব রবির ক্ষেত্রবল ৭।৩০ কলাদি। চন্দ্র ধনুরাশিতে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে অবস্থিত, বৃহস্পতি চন্দ্রের মিত্র; অতএব চন্দ্রের বল ১৫ কলা। মঙ্গল মেষরাশিতে স্বক্ষেত্রে

অবস্থিত আছে; অতএব মঙ্গলের বল ৩০ কলা। বুধ মীনরাশিতে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে অবস্থিত, বৃহস্পতি বুধের শত্রু; অতএব তাহার বল ৩।৪৫ কলাদি। বৃহস্পতি তুলায় শুক্রের ক্ষেত্রে অবস্থিত, শুক্র বৃহস্পতির অধিশত্রু; অতএব বৃহস্পতির বল ১।৫২।৩০ কলাদি। শুক্র বৃষরাশিতে স্বক্ষেত্রে অবস্থিত; অতএব শুক্রের বল ৩০ কলা। শনি মিথুনে বুধের ক্ষেত্রে অবস্থিত, বুধ শনির অধিমিত্র; অতএব শনির ক্ষেত্রবল ২২।৩০ কলাদি।

হোরাবল;—উল্লিখিত জন্মকালে জানা যাইতেছে যে, রবি মেষ রাশির প্রথমার্দ্ধ ১৫ অংশের মধ্যে অবস্থিত, ঐ প্রথমার্দ্ধ রবির নিজ হোরা; অতএব রবির হোরাবল ৩০।০ কলাদি। চন্দ্র ধনুরাশির প্রথমার্দ্ধ ভাগ ১৫ অংশ মধ্যে অবস্থিত; ঐ ১৫ অংশ প্রথম ভাগ রবির হোরা, অতএব চন্দ্র রবির হোরায় অবস্থিত, রবি চন্দ্রের সম; এজন্য চন্দ্রের হোরাবল ৭।৩০ কলাদি। মঙ্গল ঐ সময় মেষরাশির প্রথমার্দ্ধ মধ্যে রবির হোরায় অবস্থিত, রবি মঙ্গলের সম; অতএব মঙ্গলের বল ৭।৩০ কলাদি। বুধ মীন রাশির প্রথমার্দ্ধ ১৫ অংশ মধ্যে অবস্থিত, উহা চন্দ্রের হোরা, চন্দ্র বুধের সম; অতএব বুধের বল ৭।৩০ কলাদি। বৃহস্পতি তুলারাশির প্রথমার্দ্ধ ১৫ অংশ মধ্যে অবস্থিত, ঐ ১৫ অংশ রবির হোরা, অতএব বৃহস্পতি রবির হোরায় অবস্থিত, রবি বৃহস্পতির সম; এজন্য বৃহস্পতির বল ৭।৩০ কলাদি। শুক্র বৃষরাশির প্রথমার্দ্ধ ১৫ অংশ মধ্যে অবস্থিত, ঐ রাশির ১৫ অংশ চন্দ্রের হোরা, অতএব শুক্র চন্দ্রের হোরায় স্থিত, চন্দ্র শুক্রের অধিশত্রু; এজন্য শুক্রের বল ১।৫২।৩০ কলাদি এবং শনি মিথুনরাশির শেষার্দ্ধ শেষ ১৫ অংশ মধ্যে অবস্থিত, ঐ শেষার্দ্ধ চন্দ্রের হোরা, অতএব শনি চন্দ্রের হোরায় অবস্থিত, চন্দ্র শনির অধিশত্রু; এজন্য শনির হোরাবল ১।৫২।৩০ কলাদি।

দ্রেক্কাণবল;—পূর্ব্বোক্ত জন্মসময়ের স্ফুট ও জন্মকুণ্ডলীর চক্রদৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, রবি মেষরাশির প্রথম ১০ অংশ মধ্যে অবস্থিত, ঐ দশ অংশের অর্থাৎ প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি মঙ্গল, অতএব রবি মঙ্গলের দ্রেক্কাণে অবস্থিত, মঙ্গল রবির সম; এজন্য রবির দ্রেক্কাণবল ৭।৩০ কলাদি। চন্দ্র ধনুরাশির প্রথমদ্রেক্কাণ অর্থাৎ প্রথম দশ অংশের মধ্যে অবস্থিত, বৃহস্পতি ঐ প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি, অতএব চন্দ্র বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে স্থিত, বৃহস্পতি চন্দ্রের মিত্র; সুতরাং চন্দ্রের দ্রেক্কাণবল ১৫।০ কলাদি। মঙ্গল ঐ সময় মেষরাশির প্রথম ১০ অংশ মধ্যে অবস্থিত, মঙ্গল ঐ প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি, অতএব মঙ্গল স্বীয় দ্রেক্কাণে অবস্থিত; এজন্য মঙ্গলের বল ৩০।০ কলাদি। পূর্ব্বোক্ত জন্মসময়ে বুধ মীনরাশির প্রথম ১০ অংশের মধ্যে অর্থাৎপ্রথম দ্রেক্কাণে অবস্থিত, বৃহস্পতিঐ প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি, সুতরাং বুধ বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে অবস্থিত, বৃহস্পতি বুধের শত্রু; এজন্য বুধের বল ৩।৪৫ কলাদি। বৃহস্পতি তুলারাশির দ্বিতীয় ১০ অংশ মধ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে অবস্থিত,

শনি দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি, সুতরাং বৃহস্পতি শনির দ্রেক্কাণে স্থিত ; শনি বৃহস্পতির শত্রু ; এজন্য বৃহস্পতির বল ৩।৪৫ কলাদি। ঐ সময় শুক্র বৃষরাশির ৩ অংশ মধ্যে অর্থাৎ প্রথম দ্রেক্কাণে অবস্থিত, শুক্র ঐ প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি, এজন্য শুক্র স্বীয় দ্রেক্কাণে অবস্থিত ; অতএব শুক্রের বল ৩০।০ এবং শনিও ঐ সময় মিথুন রাশির তৃতীয় দ্রেক্কাণে অবস্থিত, ঐ দ্রেক্কাণের অধিপতি শনি, অতএব শনি স্বীয় দ্রেক্কাণে স্থিত ; সুতরাং শনির দ্রেক্কাণবল ৩০।০ কলাদি ।

* সপ্তাংশবল ;—পূর্ব্বোক্ত জন্মসময়ে রবি মেষরাশির প্রথম সপ্তাংশে অবস্থিতি করিতেছে, মঙ্গল ঐ মেষরাশির প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি, মঙ্গল রবির সম, অতএব রবির সপ্তাংশবল ৭।৩০ কলাদি। ঐ সময়ে চন্দ্র ধনুরাশির দ্বিতীয় সপ্তাংশ মধ্যে অবস্থিত, শনি ঐ দ্বিতীয় সপ্তাংশের অধিপতি, আর ঐ শনি চন্দ্রের শত্রু, অতএব চন্দ্রের সপ্তাংশবল ৩।৪৫ কলাদি। মঙ্গল মেষরাশির প্রথম সপ্তাংশে অবস্থিত ; মঙ্গল ঐ রাশির প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি, সুতরাং মঙ্গল স্বীয় সপ্তাংশে অবস্থিত ; এজন্য মঙ্গলের সপ্তাংশবল ৩০ কলা। বুধ ঐ সময় মীনরাশির ৪ অংশ মধ্যে অবস্থিত, উহা কন্যারাশির প্রথম সপ্তাংশের অন্তর্গত, বুধ কন্যারাশির প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি, সুতরাং বুধ ঐ সময় স্বীয় সপ্তাংশে অবস্থিত, এজন্য বুধের সপ্তাংশবল ৩০।০ কলাদি। বৃহস্পতি ঐ সময় তুলারাশির ১২ অংশ মধ্যে অবস্থিত, ঐ ১২ অংশ তুলারাশির তৃতীয় সপ্তাংশের অন্তর্গত, বৃহস্পতি ঐ তৃতীয় সপ্তাংশের অধিপতি, ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বৃহস্পতি স্বীয় সপ্তাংশে অবস্থিত ; এজন্য বৃহস্পতির সপ্তাংশবল ৩০।০ কলাদি। শুক্র ঐ সময় বৃষরাশির ৩ অংশ মধ্যে অবস্থিত, ঐ বৃষরাশির ৩ অংশ বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গলের সপ্তাংশের অন্তর্গত, অতএব শুক্র মঙ্গলের-সপ্তাংশে অবস্থিত, মঙ্গল শুক্রের মিত্র, সুতরাং শুক্রের সপ্তাংশবল ১৫।০ কলাদি এবং শনি ঐ সময় মিথুনরাশির সপ্তম সপ্তাংশে অবস্থিত, ধনুরাশির অধিপতি বৃহস্পতি ঐ সপ্তম সপ্তাংশের অধিপতি, সুতরাং শনি বৃহস্পতির সপ্তাংশে অবস্থিত, বৃহস্পতি শনির শত্রু, অতএব শনির সপ্তাংশবল ৩।৪৫ কলাদি স্থির হইল।

† নবাংশবল,—পূর্ব্বোক্ত জন্মকালে গ্রহগণের স্ফুট ও জন্মকুণ্ডলী দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, ঐ সময় রবি মেষরাশির ১ অংশের মধ্যে অবস্থিত, ঐ ১ অংশ ঐ রাশির প্রথম নবাংশের

---

* এক রাশি অর্থাৎ ৩০ অংশকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে তাহার প্রথম সপ্তাংশের পরিমাণ ৪।১৭।৮।৩৪ অংশাদি ; ইহা হইতে ৮।৩৪।১৭।৮ অংশাদি পর্য্যন্ত ২য় সপ্তাংশ ; ২য় হইতে ১২।৫১।২৫।৪৩ অংশাদি পর্য্যন্ত ৩য় সপ্তাংশ ; ৩য় হইতে ১৭।৮।৩৪।১৭ অংশাদি পর্য্যন্ত ৪র্থ ; ৪র্থ হইতে ২১।২৫।৪২।৫১ অংশাদি পর্য্যন্ত ৫ম ; ৫ম হইতে ২৫।৪২।৫১।২৫ পর্য্যন্ত ৬ষ্ঠ এবং ৬ষ্ঠ হইতে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত সপ্তম সপ্তাংশ।

† এক রাশি অর্থাৎ ৩০ অংশকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে তাহার প্রথম নবাংশের পরিমাণ ৩ অংশ,

অন্তর্গত, উহার অধিপতি মঙ্গল, মঙ্গল রবির সম, অতএব রবির নবাংশবল ৭।৩০ কলাদি। চন্দ্র ধনুরাশির ৬ অংশের মধ্যে অবস্থিত, ঐ রাশির ৬ অংশ ঐ রাশির দ্বিতীয় নবাংশ; বৃষের অধিপতি শুক্রের নবাংশের অন্তর্গত, অতএব চন্দ্র শুক্রের নবাংশে অবস্থিত, শুক্র চন্দ্রের শত্রু, এজন্য চন্দ্রের নবাংশবল ৩।৪৫ কলাদি। মঙ্গল ঐ সময় মেষরাশির ২ অংশে অর্থাৎ প্রথম নবাংশের মধ্যে থাকায় মঙ্গল স্বীয় নবাংশে অবস্থিত, অতএব মঙ্গলের নবাংশবল ৩০।০ কলাদি। উক্ত সময়ে বুধগ্রহ মীনরাশির ৪ অংশ মধ্যে অবস্থিত, উহা কর্কটের তৃতীয় নবাংশের অন্তর্গত, সুতরাং বুধ উহার অধিপতি, এজন্য বুধ স্বীয় নবাংশে থাকায় বুধের নবাংশবল ৩০।০ কলা। বৃহস্পতি ঐ সময় তুলারাশির ৫ম নবাংশ মধ্যে অবস্থিত, উহা মকরের অধিপতি শনির নবাংশের অন্তর্গত, অতএব বৃহস্পতি শনির নবাংশে অবস্থিত, ঐ শনি বৃহস্পতির শত্রু, এজন্য বৃহস্পতির নবাংশবল ৩।৪৫ কলাদি। শুক্র বৃষের ১ নবাংশ মধ্যে অবস্থিত, ঐ নবাংশ শুক্রের স্বীয় নবাংশের অন্তর্গত, সুতরাং শুক্রের নবাংশবল ৩০।০ কলাদি। আর ঐ সময় শনি মিথুনরাশির ২৬ অংশের মধ্যে অবস্থিত, ঐ ২৬ অংশ তুলার অষ্টম নবাংশের অন্তর্গত, শুক্র ঐ নবাংশের অধিপতি, অতএব শনি শুক্রের নবাংশে অবস্থিত, ঐ শুক্র শনির অধিমিত্র, সুতরাং শনির নবাংশ-বল ২২।৩০ কলাদি নির্ণীত হইল।

* দ্বাদশাংশবল ;—পূর্ব্বোল্লিখিত জন্মসময়ের গ্রহস্ফুট ও জন্মকুণ্ডলী দৃষ্টে জানা যাই-তেছে যে, রবি মেষরাশির প্রথম অংশের মধ্যে অবস্থিত। ঐ মেষের প্রথম অংশ মঙ্গ-লের ১ দ্বাদশাংশের অন্তর্গত; সুতরাং রবি মঙ্গলের দ্বাদশাংশে অবস্থিত; আর মিত্রাদিচক্র দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, মঙ্গল রবির সম; অতএব রবির দ্বাদশাংশবল ৭ কলা৩০ বিকলা। ঐ সময় চন্দ্র ধনুরাশির ছয় অংশের মধ্যে অবস্থিত, ঐ ছয় অংশ ধনুরাশির তৃতীয় দ্বাদ-শাংশের অন্তর্গত, শনি ঐ দ্বাদশাংশের অধিপতি; সুতরাং চন্দ্র শনির দ্বাদশাংশে অবস্থিত; শনি চন্দ্রের শত্রু; এজন্য চন্দ্রের দ্বাদশাংশবল ৩ কলা ৪৫ বিকলা। মঙ্গল ঐ সময়ে মেষরাশির ২।৩০ অংশাদির মধ্যে অবস্থিত, উহা মেষরাশির প্রথম দ্বাদশাংশের অন্তর্গত, মঙ্গল ঐ দ্বাদশাংশের অধিপতি, অতএব মঙ্গল স্বীয় দ্বাদশাংশে থাকায় উহার

---

২০ কলা; ইহা হইতে ৬ অংশ ৪০ কলা পর্য্যন্ত ২য় নবাংশ, ২য় হইতে ১০ অংশ পর্য্যন্ত ৩য়, ৩য় হইতে ১৩।২০ অংশাদি পর্য্যন্ত ৪র্থ, ৪র্থ হইতে ১৬।৪০ পর্য্যন্ত ৫ম, ৫ম হইতে ২০ অংশ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ, উহা হইতে ২৩।২০ অংশাদি পর্য্যন্ত সপ্তম, ৭ম হইতে ২৬।৪০ পর্য্যন্ত ৮ম এবং ৮ম নবাংশ হইতে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত নবম নবাংশ।

* এক রাশিকে অর্থাৎ ৩০ অংশকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে তাহার প্রথম দ্বাদশাংশের পরিমাণ ২ অংশ, ৩০ কলা, উহা হইতে ৫ অংশ পর্য্যন্ত ২য়, ২য় হইতে ৭।৩০ পর্য্যন্ত ৩য়, ৩য় হইতে ১০ অংশ পর্য্যন্ত ৪র্থ; ৪র্থ হইতে ১২।৩০ পর্য্যন্ত ৫ম, ৫ম হইতে ১৫ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ, ষষ্ঠ হইতে ১৭।৩০ অংশাদি পর্য্যন্ত ৭ম, ৭ম

বল ৩০ কলা। বুধ ঐ সময়ে মীনরাশির ২য় দ্বাদশাংশের মধ্যে অবস্থিত, উহা মেষরাশির অধিপতি মঙ্গলের দ্বাদশাংশের অন্তর্গত, সুতরাং বুধ মঙ্গলের দ্বাদশাংশে অবস্থিতি করিতেছে, মঙ্গল বুধের মিত্র; এজন্য বুধের দ্বাদশাংশবল ১৫ কলা। বৃহস্পতি ঐ সময়ে তুলারাশির ১২ অংশের মধ্যে অবস্থিত, ঐ ১২ অংশ তুলারাশির ৫ম দ্বাদশাংশের অন্তর্গত, শনি ঐ দ্বাদশাংশের অধিপতি, সুতরাং বৃহস্পতি শনির দ্বাদশাংশে অবস্থিতি করিতেছে, শনি বৃহস্পতির শত্রু, এজন্য বৃহস্পতির দ্বাদশাংশবল ৩।৪৫ কলাদি। শুক্র ঐ সময়ে বৃষরাশির ২য় দ্বাদশাংশ মধ্যে অবস্থিত, ঐ দ্বাদশাংশ মিথুনের অধিপতি বুধের দ্বাদশাংশের অন্তর্গত, সুতরাং শুক্র বুধের দ্বাদশাংশে অবস্থিত; বুধ শুক্রের অধিমিত্র; এজন্য শুক্রের দ্বাদশাংশবল ২২।৩০ কলাদি এবং শনি উল্লিখিত জন্মকালে মিথুনরাশির ১১শ দ্বাদশাংশ মধ্যে অবস্থিত, উহা মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গলের দ্বাদশাংশের অন্তর্গত, অতএব শনি মঙ্গলের দ্বাদশাংশে অবস্থিতি করিতেছে, মঙ্গল শনির সম; এজন্য শনির দ্বাদশাংশবল ৭ কলা, ৩০ বিকলা স্থির হইল।

* ত্রিংশাংশবল ;—পূর্ব্বোল্লিখিত জন্মসময়ের গ্রহস্ফুট ও জন্মকুণ্ডলী দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, রবি মেষরাশির ৫ অংশ মধ্যে থাকায় ঐ রাশির প্রথম ত্রিংশাংশে অবস্থিত, উহা মেষের অধিপতি মঙ্গলের ত্রিংশাংশের অন্তর্গত, অতএব রবি মঙ্গলের ত্রিংশাংশে অবস্থিত, মঙ্গল রবির সম; এজন্য রবির ত্রিংশাংশবল ৭ কলা ৩০ বিকলা। চন্দ্র ঐ সময়ে ধনুরাশির ৬ অংশমধ্যে থাকায় ঐ রাশির ২য় ত্রিংশাংশের অর্থাৎ ১২ অংশ মধ্যে অবস্থিত, উহা মকরের অধিপতি শনির ত্রিংশাংশের অন্তর্গত, অতএব চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশে অবস্থিত, শনি চন্দ্রের শত্রু; এজন্য চন্দ্রের ত্রিংশাংশবল ৩ কলা ৪৫ বিকলা। মঙ্গল উল্লিখিত জন্মকালে মেষরাশির ৩ অংশমধ্যে থাকায় ঐ রাশির ১ম ত্রিংশাংশে অর্থাৎ ৫ অংশমধ্যে অবস্থিত, উহা মেষের অধিপতি মঙ্গলের ত্রিংশাংশের অন্তর্গত, অতএব মঙ্গল স্বীয় ত্রিংশাংশে অবস্থিতি করিতেছে; এজন্য মঙ্গলের ত্রিংশাংশবল ৩০ কলা। বুধ ঐ সময়ে মীনরাশির ৪ অংশ মধ্যে থাকায় ঐ রাশির ১ম ত্রিংশাংশে অর্থাৎ ৫ অংশমধ্যে অবস্থিত, উহা বৃষের অধিপতি শুক্রের ত্রিংশাংশের অন্তর্গত; অতএব বুধ

হইতে ২০ অংশ পর্য্যন্ত ৮ম, ৮ম হইতে ২২।৩০ পর্য্যন্ত নবম, নবম হইতে ২৫ অংশ পর্য্যন্ত ১০ম, ১০ম হইতে ২৭।৩০ পর্য্যন্ত ১১শ এবং ১১শ হইতে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত ১২শ দ্বাদশাংশ।

* এক রাশি অর্থাৎ ৩০ অংশকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে ত্রিংশাংশের পরিমাণ ১ অংশ হয়, ক্রমশঃ পর পর এক এক অংশ যোগ করিলে প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ত্রিশ পর্য্যন্ত ত্রিংশাংশ হইবে। অযুগ্ম রাশিতে প্রথম পাঁচ অংশ পর্য্যন্ত ত্রিংশাংশের অধিপতি মঙ্গল, ঐ ৫ হইতে ১০ পর্য্যন্ত শনি, ১০ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত বৃহস্পতি, ১৮ হইতে ২৫ অংশ পর্য্যন্ত বুধ এবং ২৫ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত ত্রিংশাংশের অধিপতি শুক্র। আর

শুক্রের ত্রিংশাংশে অবস্থিতি করিতেছে, শুক্র বুধের মিত্র; এজন্য বুধের ত্রিংশাংশবল ১৫ কলা। বৃহস্পতি ঐ সময়ে তুলারাশির ১২ অংশ মধ্যে থাকায় ঐ রাশির ৩য় ত্রিংশাংশে অর্থাৎ ১৮ অংশমধ্যে অবস্থিত, উহা মীনরাশির অধিপতি বৃহস্পতির ত্রিংশাংশের অন্তর্গত; অতএব বৃহস্পতি স্বীয় ত্রিংশাংশে অবস্থিত; এজন্য বৃহস্পতির ত্রিংশাংশবল ৩০ কলা। শুক্র ঐ সময়ে বৃষরাশির তিন অংশমধ্যে থাকায় ঐ রাশির ১ম ত্রিংশাংশে অর্থাৎ ৫ অংশের মধ্যে অবস্থিত, উহা ঐ রাশির অধিপতি শুক্রের ত্রিংশাংশের অন্তর্গত, সুতরাং শুক্র স্বীয় ত্রিংশাংশে অবস্থিতি করাতে উহার বল ৩০ কলা এবং শনি উল্লিখিত জন্মকালে মিথুন রাশির ২৬ অংশমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া ঐ রাশির ৫ ত্রিংশাংশে অর্থাৎ ৩০ অংশের মধ্যে বিদ্যমান আছে, উহা বৃষের অধিপতি শুক্রের ত্রিংশাংশের অন্তর্গত, সুতরাং শনি শুক্রের ত্রিংশাংশে অবস্থিত; শুক্র শনির অধিমিত্র; এজন্য শনির ত্রিংশাংশবল ২২ কলা, ৩০ বিকলা স্থির হইল।

ওজ ও যুগ্মরাশিকথন।

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ, ইহারা বিষম ওজ বা অযুগ্ম রাশি। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন, ইহারা যুগ্ম বা সম রাশি।

যুগ্মভাংশগতৌ চন্দ্রশুক্রৌ বাণেন্দুবীর্য্যদৌ।
অযুগ্মভাংশগা অন্যে তাবন্ত এব বীর্য্যদাঃ॥

চন্দ্র এবং শুক্র যদি যুগ্ম রাশি বা যুগ্মরাশির নবাংশে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে তাহাদিগের বল ১৫ কলা, আর অন্যান্য গ্রহ যদি অযুগ্ম রাশি বা অযুগ্মরাশির নবাংশে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের বল পাদ অর্থাৎ ১৫ কলা হইবে।

যুগ্মাযুগ্মরাশিবলের দৃষ্টান্ত।

এই খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠার লিখিত জন্মকুণ্ডলী দৃষ্টে মেষ অবধি ওজ যুগ্মাদি ক্রমে গণনা করিয়া জানা যাইতেছে যে, রবি ও মঙ্গল অযুগ্মরাশি মেষে, বৃহস্পতি তুলায় এবং শনি অযুগ্মরাশি মিথুনে অবস্থিত; সুতরাং ইহাদের বল ১৫ কলা। ঐরূপ গণনা দ্বারা স্থির হইতেছে যে, শুক্র যুগ্মরাশি বৃষে অবস্থিত; অতএব ইহার বল ১৫।০ কলাদি এবং চন্দ্র

যুগ্মরাশিতে প্রথম পাঁচ অংশের অধিপতি শুক্র, ৫ হইতে ১২ অংশ পর্য্যন্ত ত্রিংশাংশের অধিপতি বুধ, ১২ হইতে ২০ পর্য্যন্ত বৃহস্পতি, ২০ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত শনি এবং ২৫ অংশ হইতে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত ত্রিংশাংশের অধিপতি মঙ্গল হইবে।

অযুগ্ম রাশি ধনুতে ও বুধ যুগ্মরাশি মীনে অবস্থিতি করিতেছে; সুতরাং ইহাদিগের উভয়ের বল ০।০ শূন্য স্থির হইল।

যুগ্মাযুগ্মভাংশবলের দৃষ্টান্ত।

পূর্ব্বোক্ত নবাংশচক্রে মেষ অবধি ওজযুগ্মাদিক্রমে গণনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, রবি ও মঙ্গল অযুগ্ম মেষরাশির প্রথম অযুগ্ম নবাংশে অবস্থিত, ইহা অযুগ্মরাশির নবাংশের অন্তর্গত, সুতরাং উহাদের বল ১৫ কলা। চন্দ্র ধনুরাশির দ্বিতীয় নবাংশে অবস্থিত, ইহা যুগ্মরাশি বৃষের অধিপতি শুক্রের নবাংশের অন্তর্গত; সুতরাং ইহার বল ১৫ কলা। শুক্র বৃষরাশির প্রথম নবাংশে অবস্থিত, উহা যুগ্মরাশি মকরের অধিপতি শনির নবাংশের অন্তর্গত, এজন্য ইহার বল ১৫ কলা। বুধ, মীনরাশির দ্বিতীয় নবাংশে অবস্থিত, উহা অযুগ্মরাশি সিংহের অধিপতি রবির নবাংশের অন্তর্গত; সুতরাং ইহার বল ১৫ কলা। বৃহস্পতি তুলার চতুর্থ নবাংশে অবস্থিত, উহা যুগ্মরাশি মকরের অধিপতি শনির নবাংশের অন্তর্গত, সুতরাং ইহার বল ০ শূন্য এবং শনি মিথুনরাশির অষ্টম নবাংশে অবস্থিত; উহা যুগ্মরাশি বৃষের অধিপতি শুক্রের নবাংশের অন্তর্গত; সুতরাং ইহার বল ০ শূন্য স্থির হইল।

পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব গ্রহ কথন।

রবি, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি পুরুষ; চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রী এবং বুধ ও শনি ক্লীব গ্রহ জানিবে।

আদিমধ্যান্তগা রাশেঃ পুংষণ্ডস্ত্রীগ্রহা অপি।

যদি পুরুষ গ্রহ অর্থাৎ রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতি স্থিতিরাশির প্রথম দ্রেক্কাণে থাকে, তবে তাহাদিগের বল ১৫ কলা এবং ক্লীবগ্রহ বুধ ও শনি যদি স্থিতিরাশির দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে অবস্থিতি করে, তবে তাহাদিগের বল ১৫ কলা এবং স্ত্রী গ্রহ চন্দ্র ও শুক্র যদি স্থিতিরাশির শেষ দ্রেক্কাণে অবস্থিতি করে, তবে তাহাদিগের বল ১৫ কলা গ্রহণ করিতে হইবে।

পুংষণ্ডাদিবলের উদাহরণ।

পুরুষ গ্রহ অর্থাৎ রবি ও মঙ্গল ইহারা মেষরাশির প্রথম ভাগে অর্থাৎ প্রথম দ্রেক্কাণে অবস্থিত; সুতরাং ইহাদিগের বল ১৫ কলা। বৃহস্পতি তুলারাশির দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে অবস্থিত বলিয়া ইহার বল ০।০। স্ত্রীগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র ধনুরাশির ও শুক্র বৃষরাশির প্রথম ভাগে অর্থাৎ প্রথম দ্রেক্কাণে অবস্থিতি করিতেছে; সুতরাং এই উভয়ের বল ০।০

আর ক্লীব গ্রহ অর্থাৎ বুধ মীনের প্রথম দ্রেক্কাণে ও শনি মিথুনরাশির শেষ দ্রেক্কাণে অবস্থিত থাকায় ইহাদিগের বল ০।০।

কেন্দ্রপণফর ও আপোক্লিম কথন।

লগ্ন এবং লগ্নের চতুর্থ, দশম ও সপ্তমস্থানকে কেন্দ্র, লগ্নের দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ স্থানকে পণফর কহে এবং লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ স্থানকে আপোক্লিম কহে।

কেন্দ্রাদিস্থগ্রহস্তোক্তঃ ষষ্টিস্ত্রিংশত্তিথিঃ ক্রমাৎ।
এবং স্থানবলং প্রোক্তং দিগ্বলং কথ্যতেঽধুনা॥

লগ্নাবধি গণনাতে যে গ্রহ কেন্দ্রে অর্থাৎ ১।৪।৭।১০ স্থানে থাকিবে, তাহার বল ৬০ কলা, আর পণফর অর্থাৎ ২।৫।৮।১১ রাশিতে থাকিলে তাহার বল ৩০ কলা এবং আপোক্লিম অর্থাৎ ৩।৬।৯।১২ রাশিতে অবস্থিতি করিলে তাহার বল ১৫ কলা। এই প্রকারে স্থানবল উক্ত হইল। অতঃপর দিগ্বল কথিত হইবে।

দৃষ্টান্ত।

১৮০৯ শকের ১লা বৈশাখ বেলা দুইপ্রহর সময়ে কর্কটলগ্নের কেন্দ্রে অর্থাৎ লগ্ন হইতে গণনায় চতুর্থ স্থান তুলারাশিতে বৃহস্পতি এবং লগ্ন হইতে গণনায় দশম স্থান মেষরাশিতে রবি ও মঙ্গল থাকায় ইহাদিগের বল ৬০ কলা। আর ঐ সময়ে শুক্র পণফর অর্থাৎ লগ্ন হইতে গণনায় একাদশ স্থান বৃষরাশিতে থাকায় শুক্রের বল ৩০ কলা এবং চন্দ্র লগ্ন হইতে গণনায় আপোক্লিম অর্থাৎ ষষ্ঠ স্থান ধনুরাশিতে, বুধ নবম স্থান মীনরাশিতে এবং শনি লগ্ন হইতে গণনায় দ্বাদশ স্থান মিথুন রাশিতে থাকায় ইহাদিগের বল ১৫ কলা স্থির হইল।

দিগ্বল কথন।

বুধ এবং বৃহস্পতি লগ্নে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে থাকিলে, মঙ্গল এবং রবি দশমস্থান অর্থাৎ দক্ষিণদিকে, শনি সপ্তমস্থান অর্থাৎ পশ্চিমদিকে এবং চন্দ্র শুক্র চতুর্থস্থান অর্থাৎ উত্তরদিকে অবস্থিতি করিলে ঐ সকল গ্রহ দিগ্বলযুক্ত হইয়া থাকে।

দিগ্বলকথনম্।

শনিঃ কুজার্কৌ জ্ঞগুরূ সিতেন্দূ কণ্টকৈঃ ক্রমাৎ।
অস্তরোঽংশীকৃতত্র্যাপ্তস্তেষামাশাবলং ভবেৎ॥

শনির দিগ্বলসাধন করিতে হইলে শনির স্ফুটরাশ্যাদি তনুভাবের স্ফুটরাশ্যাদি হইতে

হীন করিবে এবং মঙ্গল ও রবির দিগ্বলসাধনস্থলে বন্ধুভাবের স্ফুটরাশ্যাদি হইতে মঙ্গল ও রবির স্ফুটরাশ্যাদি অন্তর করিতে হইবে। আর বুধ এবং বৃহস্পতির দিগ্বলসাধন সময়ে উক্ত দুই গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি পুত্রীভাবের স্ফুটরাশ্যাদি হইতে বিয়োগ করিবে। আর শুক্র এবং চন্দ্রের দিগ্বলসাধনকালে চন্দ্র ও শুক্রের স্ফুটরাশ্যাদি কর্ম্মভাবের স্ফুটরাশ্যাদি হইতে হীন করিবে। অন্তরকরণ সময়ে যাহার স্ফুট হইতে যে স্ফুটরাশ্যাদি বিয়োগ করিতে হইবে, তদুভয়ের মধ্যে যাহা অধিক হইবে, তাহাকে উপরে সংস্থাপন করিয়া বিয়োগ করিবে। অন্তর করিয়া শেষ যদি ছয় রাশির অধিক থাকে, তাহা হইলে পুনরায় তাহা দ্বাদশরাশি হইতে হীন করিবে। পরে অন্তর করিলে শেষ যে রাশি থাকিবে, তাহাকে ত্রিশ দ্বারা পূরণ করত অংশের সহিত যোগ করিয়া যোগাঙ্ককে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া যে কলাদি লাভ হইবে, তাহাই সেই গ্রহের দিগ্বল।

দিগ্বলগণনার দৃষ্টান্ত।

এই খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিতানুসারে ১৮০৯ শকের ১লা বৈশাখ বেলা দুইপ্রহর সময়ের পূর্ব্বোক্ত তনুভাব অর্থাৎ লগ্নস্ফুট ৩।৬।২০।৩৪ রাশ্যাদি হইতে তাৎকালিক শনিস্ফুট ২।২৫। ৪৭।৫৮ রাশ্যাদি হীন করিলে যে ১০।৩২।৩৬ অংশাদি অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ৩ কলা ৩১ বিকলা লব্ধ হয়; ইহাই শনির পূর্ব্বদিগ্বল। ঐ সময়ের বন্ধুভাব ৬।০।৫৫।৪৬ রাশ্যাদি হইতে রবির স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ রাশ্যাদি হীন করিলে যে ৬ রাশি অবশিষ্ট থাকে, এই ৬ রাশিকে ৩০ দ্বারা গুণ করত গুণফল ১৮০ কে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ৬০ কলা লব্ধ হয়; ইহাই রবির দক্ষিণদিগ্বল এবং ঐ বন্ধুভাব হইতে মঙ্গলের তাৎকালিক স্ফুট ০।২।২৭।৪ রাশ্যাদি হীন করিলে ৫।২৮।২৮।৪২ অবশিষ্ট থাকে, পরে ইহার রাশি ৫ কে ৩০ দ্বারা গুণ করত গুণফল ১৫০ অংশের সহিত ঐ ২৮।২৮।৪২ অংশাদি যোগ করিলে যে ১৭৮।২৮।৪২ অংশাদি হয়, তাহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিয়া ৫৯।২৯ কলাদি হইল; ইহাই মঙ্গলের পূর্ব্বদিগ্বল। ঐ সময়ে সপ্তমভাব ৯।৬।২০।৩৪ রাশ্যাদিকে বুধের তাৎকালিক স্ফুট ১১।৩।৩৯।১৫ রাশ্যাদি হইতে হীন করিলে যে ১।২৭।১৮।৪১ রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকে, ইহার রাশি ১ কে ৩০ দ্বারা গুণ করত গুণফলের সহিত ২৭।১৮।৪১ অংশাদি যোগ করিলে ৫৭।১৮।৪১ অংশাদি হয়; ইহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিয়া ১৯।৬ কলাদি হইল; ইহাই বুধের পশ্চিমদিগ্বল। ঐরূপ পূর্ব্বোক্ত সময়ের সপ্তমভাব ৯।৬।২০।৩৫ রাশ্যাদি হইতে বৃহস্পতির তাৎকালিক স্ফুট ৬।১১।২১।১৮ রাশ্যাদি হীন করিলে যে ২।২৪।৫৯।১৬ অবশিষ্ট থাকে, ইহার রাশি ২ কে ৩০ দ্বারা গুণ করত গুণফলের সহিত ২৪।৫৯।১৬ অংশাদি যোগ করিলে ৫৪।৫৯।১৬ অংশাদি হয়, ইহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিয়া ২৮।২০ কলাদি হইল; ইহাই বৃহস্পতির পশ্চিমদিগ্বল। আর শুক্রের তাৎকালিক স্ফুট ১।২।৪৮।২৮

রাশ্যাদি হইতে উক্ত সময়ের দশমভাবের স্ফুট ০।০।৫৫।৪৬ রাশ্যাদি হীন করিলে যে ১।১।৫২।৪২ রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকে, উহার রাশি ১ কে ৩০ দ্বারা গুণ করত গুণফল ৩০ অংশের সহিত ১।৫২।৪২ অংশাদি যোগ করিলে ৩১।৫২।৪২ অংশাদি হয়; ইহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিয়া ১০।৩৭ কলাদি হইল; ইহাই শুক্রের উত্তরদিগ্বল এবং চন্দ্রের তাৎকালিক স্ফুট ৮।৪।৩৯।২ রাশ্যাদি হইতে ঐ সময়ের দশমভাবের স্ফুটরাশ্যাদি ০।০।৫৫।৪৬ হীন করিলে ৮।৪।৪৩।১৬ অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এই অবশিষ্টাঙ্ক ৬ রাশির অধিক হওয়ায় ইহাকে ১২ রাশি হইতে হীন করিয়া ৩।২৫।১৬।৪৪ রাশ্যাদি হইল। পরে ইহার রাশি ৩ কে ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফল ৯০ অংশের সহিত ২৫।১৬।৪৪ অংশাদি যোগ করিলে ১১৫।১৬।৪৪ অংশাদি হয়। ইহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ ৩৮।২৫ কলাদি হইল; ইহাই চন্দ্রের উত্তরদিগ্বল।

তিথি কাহাকে বলে এবং ঐ তিথি যেরূপে গণনা করিতে হয়, দৃষ্টান্ত সহ তাহা এই ফলিত-জ্যোতিষের প্রথম খণ্ডেই বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি পাঠকবর্গের বিদিতার্থ এস্থলে সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

শুক্লাতিথি,—১ প্রতিপদ, ২ দ্বিতীয়া, ৩ তৃতীয়া, ৪ চতুর্থী, ৫ পঞ্চমী, ৬ ষষ্ঠী, ৭ সপ্তমী, ৮ অষ্টমী, ৯ নবমী, ১০ দশমী, ১১ একাদশী, ১২ দ্বাদশী, ১৩ ত্রয়োদশী, ১৪ চতুর্দ্দশী ও ১৫ পূর্ণিমা।

কৃষ্ণাতিথি,— ১৬ প্রতিপদ, ১৭ দ্বিতীয়া, ১৮ তৃতীয়া, ১৯ চতুর্থী, ২০ পঞ্চমী, ২১ ষষ্ঠী, ২২ সপ্তমী, ২৩ অষ্টমী, ২৪ নবমী, ২৫ দশমী, ২৬ একাদশী, ২৭ দ্বাদশী, ২৮ ত্রয়োদশী, ২৯ চতুর্দ্দশী ও ৩০ অমাবস্যা।

শুভগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহারা শুক্লপক্ষে বলবান্ এবং পাপগ্রহ রবি, মঙ্গল ও শনি ইহারা কৃষ্ণপক্ষে বলবান্ হয়। অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ অবধি প্রতিদিন ৪ কলা করিয়া শুভগ্রহের বল বৃদ্ধি পায়, সুতরাং শুভগ্রহগণ পূর্ণিমাতে সম্পূণ ৬০ কলা বলবান হইয়া থাকে। ঐরূপ পাপগ্রহের বল কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ অবধি ৪ কলা করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অমাবস্যাতে তাহারা সম্পূর্ণ ৬০ কলা বলবান্ হয়।

অথ কালবলং বক্ষ্যে পক্ষাদিবলভেদতঃ। রবীন্দ্বোশ্চান্তরস্ত্র্যাপ্তঃ পক্ষবীর্য্যং ভবেদ্বিধোঃ। সদ্গ্রহাণাঞ্চ পাপানাং তদ্বলং ষষ্টিতশ্চ্যুতং ॥

পক্ষাদি বলভেদে গ্রহদিগের কালবল কথিত হইতেছে। রবির স্ফুট হইতে চন্দ্রস্ফুট হীন করিবে। হীন করণে অযোগ্য হইলে চন্দ্রস্ফুট হইতে রবিস্ফুট হীন করিবে। হীনাবশেষ যদি ছয় রাশি হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে দ্বাদশ হইতে তাহা পুনরায় অন্তর করিয়া শেষ রাশি থাকিলে তাহাকে ত্রিশ দ্বারা পূরণ করত অংশের সহিত মিশ্রিত করিবে।

পরে সেই অংশাদিকে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই চন্দ্রের পক্ষবল। ঐ পক্ষবলই শুভ গ্রহদিগের পক্ষবল বলিয়া পরিগৃহীত হইবে এবং ঐ পক্ষবলকে ষষ্টি হইতে হীন করিয়া যাহা শেষ থাকিবে, তাহাই পাপগ্রহগণের পক্ষবল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। *

পক্ষবল সাধনের দৃষ্টান্ত।

পূর্ব্বোক্ত রবিস্ফুট ০।০ ৫৫।৪৬ হইতে চন্দ্রের স্ফুট ৮।৫।৩৯।১২ হীন করিলে ৩।২৫।১৬।৪৪ রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকে। পরে ইহার রাশি ৩ কে ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফল ৯০ অংশের সহিত ২৫।১৬।৪৪ যোগ করিলে ১১৫।১৬।৪৪ অংশাদি হয়। উহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধ ৩৮।২৫ কলাদি হইল; ইহাই শুভগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রের পক্ষবল। আর ঐ ৩৮।২৫ কলাদিকে ৬০ হইতে হীন করিলে যে ২১।৩৫ কলাদি অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পাপগ্রহ অর্থাৎ রবি, মঙ্গল ও শনির পক্ষবল।

অহ্নস্ত্র্যংশে বলং ষষ্টিজ্ঞ'স্য ভানোঃ শনেঃ ক্রমাৎ।
রাত্রেরিন্দোর্ভৃগোর্ভূমিপুত্রস্য তৎ সদা গুরোঃ॥

যদি দিবসে জন্ম হয়, তাহা হইলে দিনমানকে সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রথম ভাগে জন্ম হইলে বুধের ৬০ কলা বল, দ্বিতীয় ভাগে জন্ম হইলে রবির ৬০ কলা বল ও তৃতীয় ভাগে জন্ম হইলে শনির ৬০ কলা বল গ্রহণ করিবে। আর যদি রাত্রিতে জন্ম হয়, তাহা হইলে রাত্রিমানকে তিন ভাগ করিয়া প্রথম ভাগে চন্দ্রের ৬০ কলা বল, দ্বিতীয় ভাগে শুক্রের ৬০ কলা বল, তৃতীয় ভাগে মঙ্গলের ৬০ কলা বল জানিবে এবং দিন ও রাত্রি এই উভয় সময়েই বৃহস্পতির ৬০ কলা বল গ্রহণ করিবে।

দিবারাত্রিভাগবল গণনার দৃষ্টান্ত।

পূর্ব্বোক্ত ১৮০৯ শকের ১লা বৈশাখ দিবা দুইপ্রহরের সময় অর্থাৎ দিবসের মধ্যভাগে জন্ম হইয়াছে বলিয়া রবির বল ৬০ কলা এবং দিবারাত্রি ষষ্টিদণ্ডমধ্যে জন্ম হইলে বৃহস্পতির বল ৬০ কলা হয়, এজন্য এস্থলে বৃহস্পতির বল ৬০ কলা জানা যাইতেছে।

---

* অন্যমতে,—নিশি শশিকুজসৌরাঃ সর্ব্বদা জ্ঞোঽহ্নি চান্যে বহুলসিতগতাঃ স্যুঃ ক্রূরসৌম্যাঃ ক্রমেণ।
দ্ব্যয়নদিবসহোরামাসপৈঃ কালবীর্য্যং শকুশুভচরাদ্যা বৃদ্ধিতো বীর্য্যবন্তঃ॥ বৃহজ্জাতকং।

চন্দ্র, মঙ্গল এবং শনি ইহারা রাত্রিতে বলবান্, বুধ দিবারাত্রে এবং অন্যান্য গ্রহ অর্থাৎ রবি, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহারা দিবাভাগে বলবান্ হয়। পাপগ্রহগণ কৃষ্ণপক্ষে এবং শুভগ্রহগণ শুক্লপক্ষে বলবান্ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন যে গ্রহ যখন যে বৎসরের, যে মাসের, যে দিনের এবং যে হোরার অধিপতি হইয়া থাকে, তখন সেই গ্রহই বলবান্ হয়।

শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র ও রবি ইহারা পর পর যথাক্রমে বলবান্ হয়।

আর দিবা দুইপ্রহরের সময় জন্ম হইয়াছে বলিয়া অন্যান্য গ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনি ইহাদিগের বল ০ শূন্য কলাদি।

বর্ষাধিপতি, মাসাধিপতি, দিনাধিপতি ও কালহোরাধিপতির বল গণনার সঙ্কেত বলার অগ্রে বর্ষাধিপতি, মাসাধিপতি, দিনাধিপতি ও কালহোরাধিপতি যেরূপে গণনা করিতে হয়, এক্ষণ তাহাই কথিত হইতেছে।

বর্ষাধিপতিগণনা।

শাকস্তু ত্রিগুণীকৃত্য দ্বৌ দত্ত্বা মুনিনা হরেৎ।
শেষো রব্যাদিতো বর্ষাধিপঃ প্রোক্তো মনীষিভিঃ॥

জাতকার্ণবঃ।

শকাব্দাঙ্ককে ৩ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলের সহিত ২ যোগ করত যোগজাঙ্ককে ৭ দ্বারা হরণ করিবে, পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, রবি অবধি গণনায় তাহাই বর্ষাধিপতি হইবে অর্থাৎ ১ অবশিষ্ট থাকিলে রবি, ২ থাকিলে চন্দ্র ইত্যাদি।

মাসাধিপতিগণনা।

শাকং চতুঃষষ্টিযুগেন্দু ১৪৬৪ হীনং ভুজেন্দু ১২ নিঘ্নং রবিমাসযুক্তং।
ত্রিঘ্নং ত্রিযুক্তং নগশেষিতঞ্চ সূর্য্যাদিতো ভাস্করমাসনাথঃ॥

জাতকার্ণবঃ।

শকাব্দাঙ্ক হইতে ১৪৬৪ হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১২ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলের সহিত বৈশাখ অবধি যত সৌরমাস গত হইয়াছে, তাহা যোগ করিবে। অনন্তর যোগজাঙ্ককে ৩ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলের সহিত তিন যোগ করত যোগজাঙ্ককে ৭ দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, রবি অবধি গণনায় তাহাই সৌরমাসাধিপতি, অর্থাৎ ১ অবশিষ্ট থাকিলে রবি, ২ থাকিলে চন্দ্র ইত্যাদি। জাতকার্ণবমতে বর্ষাধিপতি ও মাসাধিপতি গণনা করা অতি সহজ বিধায় ইহার দৃষ্টান্ত এস্থলে দেওয়া গেল না।

অন্যপ্রকারে বর্ষাধিপতি ও মাসাধিপতি গণনা।

কলিগতদিনবৃন্দং রামশৈলাগ্নি ৩৭৩ হীনং খযুগখশর ৫০৪০ শিষ্টং খাগ্নি ৩০ ভিঃ খাঙ্করাম্যৈঃ ৩৬০। ক্রমত ইহ যদাপ্তং দ্বি ২ ত্রি ৩ নিঘ্নং সচন্দ্রং ১ শিখরিভি ৭ রবশিষ্টং মাসবর্ষেশ্বরৌ স্তঃ॥

সিদ্ধান্তরহস্যের মতানুসারে গণিত দিনবৃন্দের সহিত ১৭১৩৭৯২ যোগ করিলে কলির

দিনবৃন্দ হয়। এতদ্বিষয় এই সংশোধিত ফলিত-জ্যোতিষের ২য় খণ্ডে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কলির ঐ দিনবৃন্দ হইতে ৩৭৩ বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ৫০৪০ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগাবশিষ্টকে পৃথক্ পৃথক্ দুই স্থানে রাখিয়া একটীকে ৩৬০ দ্বারা ও অপরটীকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিবে। উক্ত ভাগফলদ্বয়ের মধ্যে যেটীকে ৩৬০ দ্বারা ভাগ করা হইয়াছে, তাহাকে ৩ দ্বারা এবং যেটীকে ৩০ দ্বারা ভাগ করা হইয়াছে, তাহাকে ২ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলের সহিত পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ১ যোগ করিবে। ঐ যোগজাঙ্কদ্বয়কে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ৭ দিয়া ভাগ করিলে যে দুইটী ভাগশেষ থাকিবে, তাহাই বর্ষাধিপতি ও মাসাধিপতি অর্থাৎ যেটীকে ৩ দ্বারা গুণ করা হইয়াছে, তাহাকে ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেইটী বর্ষাধিপতি এবং যাহাকে ২ দ্বারা গুণ করা হইয়াছে, তাহাকে ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহাই মাসাধিপতি। ঐ বর্ষাধিপতি ও মাসাধিপতি রবি হইতে গণনা করিতে হয় অর্থাৎ যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে রবি, ২ থাকিলে চন্দ্র ইত্যাদি।

বর্ষাধিপতি গণনার দৃষ্টান্ত।

১৮০৯ শকের বর্ষাধিপতি জানিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তরহস্যের মতানুসারে গণিত দিনবৃন্দ ১০৮১১৮ কে ১৭১৩৭৯২ এর সহিত যোগ করিলে ১৮২১৯১০ হয়; ইহাই কলির দিনবৃন্দ। পরে ইহা হইতে ৩৭৩ হীন করিলে ১৮২১৫৩৭ অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে ৫০৪০ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগশেষ যে ২০৯৭ রহিল, তাহাকে ৩৬০ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ ৫ হয়, ইহাকে ৩ দ্বারা গুণ করত গুণফলের সহিত ১ যোগ করিয়া ১৬ হইল। ইহাকে ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া অবশিষ্ট ২ রহিল। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, ২ অর্থাৎ চন্দ্র ১৮০৯ শকের বর্ষাধিপতি।

মাসাধিপতি গণনার দৃষ্টান্ত।

১৮০৯ শকের বৈশাখের মাসাধিপতি গণনা করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত কলির দিনবৃন্দ ১৮২১৯১০ হইতে ৩৭৩ হীন করিলে যে ১৮২১৫৩৭ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ৫০৪০ দ্বারা ভাগ করিয়া ২০৯৭ অবশিষ্ট রহিল; ইহাকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে ৬৯ লব্ধ হয়। এই ৬৯ কে ২ দিয়া গুণ করত গুণফলের সহিত ১ যোগ করিয়া ১৩৯ হইল। ইহাকে ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া অবশিষ্ট ৬ রহিল; ইহাই মাসাধিপতি অর্থাৎ জানা গেল যে, শুক্র ঐ শকের বৈশাখের মাসাধিপতি।